ইউনিট ১১

যুক্তির বৈধতা বিচার (Testing Validity)

ভূমিকাঃ

যুক্তিবিদ্যা পড়ে আমাদের সব চাইতে বেশী যে লাভ হয় তাহলো এ শাস্ত্র আমাদেরকে সঠিকভাবে চিন্তা করতে এবং সঠিক বা নির্ভুল যুক্তি প্রদান করতে শিক্ষা দেয়। আমাদের চিন্তা সঠিক হলো কি-না বা আমাদের যুক্তি নির্ভূল হলো কি-না অথবা ভুল হলে কোথায় হয়েছে, কেন হয়েছে এবং এ ভুলের কী নাম-এর সব কিছু জানতে ও বুঝতে শিখায় যুক্তিবিদ্যা। তাই যুক্তির বৈধতা বিচারকে যুক্তিবিদ্যার সব চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বললে অত্যুক্তি হবেনা।

পাঠ ১

বৈধতা ও বৈধতা বিচারের অর্থ

উদ্দেশ্য: এই পাঠ পড়ে আপনি

- বৈধতা বলতে কী বোঝায় তা জানতে পারবেন।
- অবরোহ অনুমানের অনুপপত্তি কত প্রকার তা জানতে পারবেন।
- অ-অনুমান মূলক অনুপপত্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- অর্ধ-যৌক্তিক অনুপপত্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১১.১.১ বৈধতা ও বৈধতা বিচারের অর্থ:

কোন যুক্তি হয় বৈধ, না হয় অবৈধ। এখন প্রশ্ন হলো, একটা যুক্তিকে কেন বৈধ বা অবৈধ বলা হয়? এ পশ্নের উত্তরে যুক্তিবিদগণ বলেন যে, কোনো যুক্তিকে বৈধ বলার অর্থ হলো ঐ যুক্তির অনুরূপ আকারের যে কোন যুক্তি বৈধ এবং এর আশ্রয়বাক্য সত্য হলে সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে সত্য হবে। বিপরীতক্রমে কোন যুক্তিকে অবৈধ বলার অর্থ হলো–ঐ যুক্তির অনুরূপ আকারের যে কোন যুক্তি অবৈধ। এখন প্রশ্ন জাগে, যুক্তির বৈধতা বলতে আমরা কি বুঝি? এর উত্তরে বলা হয়, কোনো যুক্তি যুক্তিবিদ্যার সংশ্লিষ্ট নিয়ম বা নিয়ম সমূহের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কি-না তা নির্ণয় করাই হলো যুক্তির বৈধতা বিচার। কোন যুক্তি যদি এর সাথে সম্পর্কিত নিয়মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তাকে বৈধ বলে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে কোন যুক্তি যদি এর সাথে সম্পর্কিত নিয়ম লঙ্ঘন করে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তাকে অবৈধ বলে অভিহিত করা হয়।

নিয়মের এই লঙ্ঘনকে যুক্তিবিদ্যার পরিভাষায় 'অনুপপত্তি' বলা হয়। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Fallacy. Fallacy শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Fallare থেকে। এর অর্থ হলো প্রতারণা করা বা ঠকানো। তাহলে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে, Fallacy শব্দের অর্থ হলো, প্রতারণাপূর্ণ যুক্তি বা ভুল যুক্তি। বাংলা ভাষায় ইংরেজি 'Fallacy' শব্দটির অনুপপত্তি ছাড়াও অনেকগুলো প্রতিশব্দ আছে। যেমন- ভ্রান্ত যুক্তি, অনিত্য যুক্তিবিন্যাস, অসত্য যুক্তি বিন্যাস, হেত্বাভাস, অপযুক্তি, ইত্যাদি।

১১.১.২ অনুপপত্তির প্রকারভেদ

যৌক্তিক অনুপপত্তি তিন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন-

ক. অ-অনুমানমূলক (Non-inferential) অনুপপত্তি,

খ. অর্ধ-যৌক্তিক (Semi-Logical) অনুপপত্তি এবং

গ. অনুমানমূলক (Inferential) অনুপপত্তি

১১.১.২. ক. অ-অনুমানমূলক অনুপপত্তি -

এ জাতীয় অনুপপত্তি প্রত্যক্ষভাবে যুক্তির সাথে জড়িত নয়। অনুমানের সহায়ক কোন প্রক্রিয়ার নিয়মের লঙ্ঘনের ফলে যে ভাবে অনুপপত্তি ঘটে তাদের অ-অনুমান মূলক অনুপপত্তি বলে। যৌক্তিক সংজ্ঞা ও যৌক্তিক নিয়ম আলোচনার সময় আমরা এ সব অনুপপত্তির নাম উল্লেখ করছি: বাহুল্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি, অবান্তর সংজ্ঞা অনুপপত্তি, অতিব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি,

অব্যাপক অনুপপত্তি, চক্রক সংজ্ঞা অনুপপত্তি, রূপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি, দুর্বোধ্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি, নঞর্থক অনুপপত্তি, অঙ্গগত বিভাগ অনুপপত্তি, গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি, অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি, অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি, সংকর বিভাগ অনুপপত্তি, পরস্পরাঙ্গী বিভাগ অনুপপত্তি ও উল্লম্ফন বিভাগ অনুপপত্তি।

১১.১.২ .খ. অর্ধ যৌক্তিক অনুপপত্তি

যুক্তির মাঝে ব্যবহৃত ভাষা বা শব্দ যদি অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থক বা অনেকার্থক হয় তবে যে সব অনুপপত্তির উদ্ভব ঘটে তাদের অর্ধ যৌক্তিক অনুপপক্তি বলে। অবরোহ যুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণতঃ পাঁচ ধরনের অর্ধ-যৌক্তিক অনুপপত্তি ঘটে থাকে। এগুলো হলোঃ ১. দ্ব্যর্থক অনুপপত্তি (Fallacy of Ambiguity), ২. সমষ্টি অনুপপত্তি (Fallacy of Composition) ৩. ব্যষ্টিক অনুপপত্তি (Fallacy of Division) ৪) আপতণ অনুপপত্তি (Fallacy of Accident) ও ৫. স্বরাঘাত অনুপপত্তি (Fallacy of Accent)।

১১.১.২.ঘ .দ্ব্যর্থক অনুপপত্তিঃ

সহানুমানের কোন যুক্তিতে একটি পদ দ্ব্যর্থক বা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হলে যে অনুপপত্তির উদ্ভব ঘটে তাকে দ্ব্যর্থক বা অনেকার্থক অনুপপত্তি বলে। সহানুমানে তিনটি পদ থাকে। তাই তিনটি পদের ক্ষেত্রে তিন ধরনের অনুপপত্তি ঘটে থাকে। যেমন-দ্ব্যর্থক প্রধান পদ অনুপপত্তি, দ্ব্যর্থক অপ্রধান পদ অনুপপত্তি এবং দ্ব্যর্থক মধ্যপদ অনুপপত্তি।

১১.১.২.ঘ .দ্ব্যর্থক প্রধান পদ অনুপপত্তি (Fallacy of Ambiguous Major):

প্রধান শব্দটি যদি প্রধান আশ্রয় বাক্যে এক অর্থে এবং সিদ্ধান্তে আরেক অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে সহানুমানে দ্ব্যর্থক অনুপপত্তি ঘটে। উদাহরণস্বরূপ ঃ

সকল মূর্খ হয় অন্ধ। (A প্রধান আশ্রয় বাক্য)

বাবলু হয় মূর্খ। (A অপ্রধান আশ্রয় বাক্য)

∴ বাবলু হয় অন্ধ। (A সিদ্ধান্ত)

এই সহানুমানে প্রধান আশ্রয় বাক্যে প্রধান পদ 'অন্ধ' মানুষের অজ্ঞতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। একই পদ সিদ্ধান্তের বিধেয় হিসাবে ''দৃষ্টিহীনতা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর একারণেই অনুমানটিতে দ্ব্যর্থক প্রধান অনুপপত্তি ঘটেছে।

১১.১.২.ঙ. দ্ব্যর্থক অপ্রধান পদ অনুপপত্তি (Fallacy of Ambiguous Minor):

অপ্রধান পদটি যদি অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে এক অর্থে এবং সিদ্ধান্তে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে সহানুমানের দ্ব্যর্থক অপ্রধান পদ অনুপপত্তি ঘটে।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ

E- কোন মানুষ নয় এমন যারা ডানাবিশিষ্ট (I প্রধান আশ্রয়বাক্য)

A - সকল দ্বিজ হয় মানুষ। (O অপ্রধান আশ্রয়বাক্য)

∴ E- কোন দ্বিজ নয় এমন যারা ডানাবিশিষ্ট (O সিদ্ধান্ত)

এই সহানুমানের অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে অপ্রধান পদ 'দ্বিজ' বলতে হিন্দুদের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য এই পদটিই 'পাখি' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর একারণেই অনুমানটিতে দ্ব্যর্থক অপ্রধানপদ অনুপপত্তি ঘটেছে।

১১.১.২.চ. দ্ব্যর্থক মধ্যপদ অনুপপত্তি (Fallacy of Ambiguous Middle):

মধ্যপদটি যদি প্রধান আশ্রয়বাক্যে এক অর্থে এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে সহানুমানটিতে মধ্যপদ অনুপপত্তি ঘটবে।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ

বসন্ত হয় সুখকর সময়। (A- প্রধান আশ্রয় বাক্য)

একটি কঠিন রোগ হয় বসন্ত। (A- অপ্রধান আশ্রয় বাক্য)

∴ একটি কঠিন রোগ হয় সুখকর সময়। (A - সিদ্ধান্ত)

এই সহানুমানে প্রধান আশ্রয় বাক্যে 'বসন্ত' পদটি বছরের একটি ঋতু হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে এই 'বসন্ত' পদটিই একটি কঠিন রোগ হিসাবে ব্যবহৃত হযেছে। আর এরই ফলে অনুমানটিতে দ্ব্যর্থক মধ্যপদ অনুপপত্তি দোষ ঘটেছে।

১১.১.২ গ. সমষ্টি অনুপপত্তি (Fallacy of Composition):

একটি যুক্তিতে কোন পদকে প্রথমে ব্যষ্টিবাচক অর্থে এবং পরে সমষ্টিবাচক অর্থে ব্যবহার করলে সমষ্টিবাচক অনুপপত্তি ঘটে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

তিন ও চার হয় দুটি সংখ্যা। (A- প্রধান আশ্রয় বাক্য)

সত্য হয় তিন ও চার। (A- অপ্রধান আশ্রয় বাক্য)

∴ সত্য হয় দুটি সংখ্যা। (A- সিদ্ধান্ত)

এই যুক্তিতে তিন ও চার মধ্যপদটি প্রধান আশ্রয় বাক্যে পৃথক পৃথক অর্থে এবং অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে সমষ্টিগত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে সমষ্টি অনুপপত্তির উদ্ভব ঘটেছে।

১১.১.২.জ. বিভাগ বা - ব্যষ্টি অনুপপত্তি (Fallacy of Division):

একটি পদকে প্রথমে সমষ্টিবাচক অর্থে এবং পরে ব্যষ্টিবাচক অর্থে ব্যবহার করলে বিভাগ বা ব্যষ্টি অনুপপত্তি ঘটে। যেমন-

সাত হয় একটি সংখ্যা। (A- প্রধান আশ্রয় বাক্য)

তিন ও চার হয় সাত। (A- অপ্রধান আশ্রয় বাক্য)

∴ তিন ও চার হয় একটি সংখ্যা। (A- সিদ্ধান্ত)

এ যুক্তিটির অপ্রধান পদ 'তিন ও চার' অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে সমষ্টিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ সিদ্ধান্তে ব্যষ্টিবাচক বা পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এর ফলেই 'ব্যষ্টি বা বিভাগ অনুপপত্তি' ঘটেছে।

১১.১.২.ঝ. আপতন অনুপপত্তি (Fallacy of Accident):

কোন যুক্তিতে- যদি একই পদ একটি আশ্রয় বাক্যে শর্তহীনভাবে এবং অন্য আশ্রয়বাক্যে শর্তসাপেক্ষে ব্যবহৃত হয় তাহলে যে ভ্রান্তির উদ্ভব হয় তাকে আপতন অনুপপত্তি বলে। যেমন-

যা কিছু বাজারে খাওয়ার জন্য কেনা হয় তা বাসায় খাওয়া হয়।

বাজারে জ্যান্ত মোরগ খাওয়ার জন্য কেনা হয়।

∴ বাসায় জ্যান্ত মোরগ খাওয়া হয়।

উপরের যুক্তিটিতে 'যা কিছু বাজারে খাওয়ার জন্য কেনা হয়' পদটি দ্বিতীয় আশ্রয়বাক্যে রান্না হওয়ার শর্তসাপেক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু প্রথম আশ্রয় বাক্যে সেই একই পদ শর্তহীনভাবে ব্যবহার করার এক্ষেত্রে আপাত অনুপপত্তি ঘটেছে।

১১. ১.২ ঞ. স্বরাঘাত অনুপপত্তি (Fallacy of Accent):

কোন বাক্যের ভুল জায়গায় বা বিশেষ শব্দের উপর অযথা জোর দেয়ার ফলে যে অনুপপত্তির উদ্ভব হয় তাকে স্বরাঘাত অনুপপত্তি বলে। যেমন-

''মাতা-পিতাকে মান্য করবে।''

এই বাক্যে 'মাতা-পিতা' শব্দের উপর যদি বেশী জোর দেয়া হয় তবে এ বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে -'আর কাউকে মান্য না করলেও অন্তত পক্ষে মাতা পিতাকে মান্য করবে'। আবার যদি 'মান্য শব্দের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে-'মাতা পিতাকে মান্য করলেই চলবে, আর কিছুর দরকার নেই'।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন :১

সঠিক উত্তরে পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. যৌক্তিক বৈধতা বিচারের অর্থ-
   ক. যুক্তিটি কেন অবৈধ তা বিচার করা।
   খ. যুক্তিটিতে কোন অনুপপত্তি ঘটেছে তা নির্ণয় করা।
   গ. যুক্তিটির অনুরূপ আকারের কোন যুক্তি বৈধ কি-না তা বিচার করা।
   ঘ. কোনো যুক্তি সংশ্লিষ্ট নিয়ম বা নিয়ম সমূহের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কি-না তা নির্ণয় করা।

২. যুক্তির মাঝে ব্যবহৃত ভাষা বা শব্দ যদি অস্পষ্ট' দ্ব্যর্থক বা অনেকার্থক হয় তবে যে সব অনুপপত্তি ঘটে তার নাম
   ক. অ- অনুমানমূলক অনুপপত্তি
   খ. অর্ধ-যৌক্তিক অনুপপত্তি
   গ. সমষ্টি অনুপপত্তি
   ঘ. স্বরাঘাত অনুপপত্তি

পাঠ ২

অনুমানমূলক অনুপপত্তি

উদ্দেশ্য: এই পাঠ পড়ে আপনি-

- অমাধ্যম ও মাধ্যম অনুমানের অনুপপত্তির প্রকারভেদ জানতে পারবেন।
- যুক্তির বৈধতা বিচারের সাধারণ নির্দেশাবলী সম্পর্কে অবগত হবেন।

১১.২.১ অনুমানমূলক অনুপপত্তি-

যুক্তি বা অনুমানের সাথে সম্পৃক্ত কোনো নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে যেসব অনুপপত্তির উদ্ভব ঘটে তাদেরকে অনুমানমূলক অনুপপত্তি বলে। অনুমানের বিভাগ অনুসারে অনুমানমূলক অনুপপত্তিকে দুভাগে ভাগ করা হয়: অবরোহ মূলক অনুপপত্তি ও আরোহমূলক অনুপপত্তি। অবরোহ অনুমানমূলক অনুপপত্তিকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়- অমাধ্যম অনুমানমূলক অনুপপত্তি ও মাধ্যম অনুমানমূলক অনুপপত্তি।

১১.২.১. ক.অমাধ্যম অনুমানমূলক অনুপপত্তি (Fallacy of Immediate Inference):

অমাধ্যম অনুমানের নিয়মভঙ্গ করলে যুক্তিতে যে অনুপপত্তির উদ্ভব ঘটে তাকে অমাধ্যম অনুপপত্তি বলে। অমাধ্যম অনুপপত্তি নয় প্রকার। যথা-১. আবর্তনমূলক অনুপপত্তি, ২. প্রতিবর্তনমূলক অনুপপত্তি, ৩. আবর্তিত প্রতিবর্তনমূলক অনুপপত্তি, ৪. বিরোধানুমানমূলক অনুপপত্তি, ৫. অসমবিরোধিতামূলক অনুপপত্তি ৬. নিশ্চয়তামূলক অনুপপত্তি ৭. সম্বন্ধ পরিবর্তনমূলক অনুপপত্তি, ৮. গুণযোগাত্মক অনুমানমূলক অনুপপত্তি এবং ৯. জটিল ধারণাযোগ্মক অনুমানমূলক অনুপপত্তি।

১১.২.১. খ মাধ্যম অনুমানমূলক অনুপপত্তি (Fallacy of Mediate Inference):

মাধ্যম অনুমানকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন সম্পর্ক ভিত্তিক যুক্তি (Relational Argument) ও সহানুমান সম্বন্ধ ভিত্তিক বা (Relational Argument) এর একটি বৈধ ও একটি অনুপপত্তিযুক্ত উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

বৈধ যুক্তির উদাহরণ-

১. ক হয় খ এর ভাই।
২. খ হয় গ এর ভাই।
৩. গ হয় ঘ এর ভাই।
∴ ক হয় ঘ এর ভাই।

ভ্রান্ত উদাহরণ-

১. মানুষ হয় প্রাণীর সাথে সম্পৃক্ত।
২. প্রাণী হয় গরুর সাথে সম্পৃক্ত।
৩. গরু হয় মোষের সাথে সম্পৃক্ত।
∴ মানুষ হয় মোষের সাথে সম্পৃক্ত।

উল্লিখিত যুক্তিটি ভ্রান্ত। কারণ- ১ নং আশ্রয় বাক্যে প্রাণী হলো জাতি এবং মানুষ হলো উপজাতি। অনুরূপভাবে ২ নং আশ্রয়বাক্যে প্রাণী হলো জাতি ও গরু হলো উপজাতি। এ কারণে এরা সম্পৃক্ত। ৩ নং আশ্রয় বাক্যে গরু ও মোষের সাথে সম্পৃক্ততা সাদৃশ্যের উপর নির্ভরশীল। আর এ কারণেই এ যুক্তিটি ভ্রান্ত।

যাইহোক, মাধ্যম অনুমান বলতে প্রধানত: সহানুমানকেই মনে করা হয়। কাজেই সহানুমানের নিয়ম লঙ্ঘন করার ফলে যে সব অনুপপত্তির উদ্ভব ঘটে সেগুলোকেই মাধ্যম অনুমান অনুপপত্তি বলে।

যুক্তিবিদ্‌গণ মাধ্যম অনুমানকে প্রধারনত: দু ভাগে ভাগ করে থাকেন। যেমন-

ক. অমিশ্র অনুমান ও

খ. মিশ্র অনুমান

অমিশ্র অনুমান তিন প্রকার। যেমন

১. নিরপেক্ষ সহানুমান

২. প্রাকল্পিক সহানুমান

৩. বৈকল্পিক সহানুমান

মিশ্র অনুমান তিন প্রকার। যেমন-

১. প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান

২. বৈকল্পিক নিরপেক্ষ অনুমান

৩. দ্বিকল্প

এ বিভাজনকে সামনে রেখে আমরা লক্ষ করি যে, মাধ্যম অনুমানের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সহানুমানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোন নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে যে অনুপপত্তি ঘটে তা-ই হলো মাধ্যম অনুমানের বিশেষভাবে সহানুমানমূলক অনুপপত্তি। যেমন- অব্যাপ্য অপ্রধান পদ জনিত অনুপপত্তি, অবৈধ প্রধান পদ জনিত অনুপপত্তি, অবৈধ মধ্যপদ জনিত অনুপপত্তি, চতুস্পদী অনুপপত্তি, অনুগ স্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি, পূর্বগ সিদ্ধান্ত অনুপপত্তি, ইত্যাদি।

১১.২.২ যুক্তি বৈধতা নির্ণয়ের সাধারণ নির্দেশাবলী:

যুক্তিবিদ্যার কোন যুক্তি বৈধ কি অবৈধ তা নির্ধারণের জন্য কতগুলো নির্দেশের উপর যুক্তিবিদ্‌গণ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ নির্দেশগুলো নিম্নরূপ :

১. সাধারণ ভাষা বা লৌকিক ভাষার সাথে যুক্তিবিদ্যায় ব্যবহৃত ভাষায় অনেক পার্থক্য আছে। কাজেই কোন যুক্তির বৈধতা বিচারের সময় প্রথমেই আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তকে যৌক্তিকবাক্যে রূপান্ড়র করতে হবে।

২. যুক্তিটিকে যৌক্তিক আকারে পরিণত করতে হবে। অনুমানটির যৌক্তিক রূপের উপরিভাগে প্রধান আশ্রয়বাক্যটি, তার পরে অপ্রধান বাক্যটি এবং শেষে সিদ্ধান্তটা স্থাপন করলেই প্রদত্ত যুক্তিটি যৌক্তিক আকারে সাজানো হলো বলে মনে করা হয়।

৩. অনেক ক্ষেত্রে যুক্তিটি সংক্ষিপ্ত আকারে থাকে। সে ক্ষেত্রে আশ্রয় বাক্য ও সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে।

৪. যুক্তিটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করে প্রথমেই সিদ্ধান্তটিকে খুঁজে বের করতে হবে। অতি সহজেই সিদ্ধান্তটা কে চেনা যাবে। কারণ, প্রধানত: সুতরাং, অতএব, কাজেই, কাজে কাজেই, ফলত, শেষ পর্যন্ত কথা দাঁড়ালো, ফলকথা, মোটকথা, ইত্যাদি সিদ্ধান্তের অব্যবহিত পূর্বেই থাকে।

৫. সিদ্ধান্ত নির্ধারণের কাজটি হলে পরে প্রধান আশ্রয়বাক্য ও অপ্রধান আশ্রয়বাক্য বেরিয়ে আসবে। সাধারণত: যে সকল বাক্যের পূর্বে 'যেহেতু' 'কারণ' 'কেননা,'তার কারণ হলো এই

যে' ইত্যাদি শব্দ বা শব্দসমষ্টি থাকে তাদেরকে আশ্রয়বাক্য হিসাবে ধরে নিতে হবে।কোন বাক্যে 'যেহেতু' শব্দ থাকলে মনে রাখতে হবে যে বাক্যটি কখনো সিদ্ধান্ত হবেনা। এ ক্ষেত্রে ঐ বাক্যটি থেকে সেহেতু কি তা খুঁজে বের করতে হবে এবং সেটিই হবে সিদ্ধান্ত।

৬. আমরা জনি, সিদ্ধান্তের বিধেয়কে বলে প্রধান পদ। আর উদ্দেশ্যকে বলে অপ্রধান পদ। প্রধান পদটি যে আশ্রয় বাক্যে খুঁজে পাওয়া যাবে তাকে প্রধান আশ্রয় বাক্য বলতে হবে। আর অপ্রধান পদটি যে আশ্রয় বাক্যে খুঁজে পাওয়া যাবে তাকে অপ্রধান আশ্রয়বাক্য বলতে হবে।

৭. সিদ্ধান্তের প্রকৃতি উঘাটন করতে হবে। অর্থাৎ প্রথমেই সিদ্ধান্তের গুণ ও পরিমাণ যাচাই করতে হবে যাতে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের ব্যাপ্যতা সহজেই উল্লেখ করা যায়।

৮. প্রতিটি আশ্রয় বাক্য ও সিদ্ধান্তের পাশে তাদের গুণ ও পরিমাণের চিহ্ন (যেমনঃ A. E. I এবং O) বসাতে হবে।

৯. মনে রাখতে হবে একটি অনুমানে একাধিক অনুপপত্তি ঘটতে পারে। সে ক্ষেত্রে একটি অনুপপত্তির নাম উল্লেখ করলেই চলবে।

১০. কোন যুক্তি বিচার করতে বলার অর্থ এই নয় যে যুক্তিটি অবৈধ বা অশুদ্ধ। যুক্তিটি অবৈধ না হয়ে বৈধও হতে পারে। যুক্তিটি যদি বৈধতার কোন নিয়ম লঙ্ঘন না করে তবে যুক্তিটি বৈধ। আর যদি বৈধতার কোনো নিয়ম লঙ্ঘন করে তবে যুক্তিটি অবৈধ। যুক্তিটি যদি অবৈধ হয় তবে কেন অবৈধ তার ব্যাখ্যা দিতে হবে। আর যদি বৈধ হয় তাহলে যুক্তিটিকে যৌক্তিক আকারে রূপ দেয়ার পর তার সংস্থান ও মূর্তির নাম উল্লেখ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২

সঠিক উত্তরে পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. অমাধ্যম অনুমানের নিয়ম ভঙ্গ করলে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে
   ক. আবর্তনমূলক অনুপপত্তি বলে।
   খ. প্রতিবর্তনমূলক অনুপপত্তি বলে।
   গ. অমাধ্যম অনুপপত্তি বলে।
   ঘ. অ-অনুমানমূলক অনুপপত্তি বলে।

২ মাধ্যম অনুমানকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-
   ক. নিরপেক্ষ অনুমান ও বৈকল্পিক অনুমান
   খ. আরোহ ও অবরোহ অনুমান
   গ. অমিশ্র ও মিশ্র অনুমান
   ঘ. যৌক্তিক অনুমান ও ভ্রান্ত অনুমান

পাঠ ৩

A- বাক্যের সরল আবর্তনজনিত অনুপপত্তি

উদ্দেশ্য: এই পাঠ পড়ে আপনি -

- A বাক্যের সরল আবর্তন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে A বাক্যের সরল আবর্তন শুদ্ধ তা জানতে পারবেন।
- সরল আবর্তনজনিত অনুপপত্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১১.৩.১ বিভিন্ন প্রকার আবর্তন:

মাধ্যম অনুমান সম্পর্কে আলোচনা করার সময় আমরা দেখেছি যে, অবরোহ অনুমানকে প্রধানত: দুইভাগে ভাগ করা হয়: মাধ্যম অনুমান ও অমাধ্যম অনুমান। যে অবরোহ অনুমানের শুধু একটি মাত্র আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত সরাসরিভাবে অনুমিত হয় তাকে অমাধ্যম অনুমান বলে। এই অমাধ্যম অনুমানকে আবার নয় ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

১. আবর্তন, ২. প্রতিবর্তন, ৩. আবর্তিত প্রতিবর্তন, ৪. অন্তরাবর্তন, ৫. বিরোধানুমান ৬. নিশ্চয়তাঘটিত অনুমান, ৭. সম্বন্ধ-পরিবর্তন অনুমান, ৮. গুণযোগাত্মক অনুমান ও ৯. জটিল ধারণা যোগাত্বক অনুমান

১১.৩.২ সরল আবর্তন:

উল্লিখিত নয় শ্রেণীর অমাধ্যম অনুমানের মধ্যে প্রথম চারটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ চারটি অনুমানের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে প্রথমটির অর্থাৎ আবর্তনের ব্যবহার সব চাইতে বেশী। আমরা আগেই দেখেছি, যে অমাধ্যম অনুমানে একটি যুক্তিবাক্যের গুণের পরিবর্তন না ঘটিয়ে শুধু তার উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদকে ন্যায় সংগতভাবে স্থান পরিবর্তন করে সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা হয় তাকে আবর্তন বলে। সিদ্ধান্তের পরিমাণ অনুসারে এই আবর্তনকে আবার দুইভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- ক. সরল আবর্তন এবং খ. অসরল আবর্তন। আমরা জানি, যে আবর্তন প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্তের পরিমাণ আশ্রয়বাক্যের অনুরূপ হয় তাকে সরল আবর্তন বলে। অর্থাৎ আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত উভয়ই যদি বিশেষ বাক্য হয় অথবা উভয়ই যদি সার্বিক বাক্য হয় তবে সে ক্ষেত্রে সরল আবর্তন হবে।

A এবং O বাক্য সরল আবর্তন করা যায়না। কেন A এবং O বাক্যের সরল আবর্তন হয়না তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১১.৩.২ A বাক্যের সরল আবর্তন

আমরা জানি, আবর্তনে আশ্রয় বাক্যের উদ্দেশ্য পদটি সিদ্ধান্তের বিধেয় পদ হয়। আবার আশ্রয় বাক্যের বিধেয় পদটি সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য পদ হয়। আশ্রয় বাক্যের গুণ অপরিবর্তিত থাকে। অর্থাৎ আশ্রয় বাক্য সদর্থক হলে সিদ্ধান্ত সদর্থক হবে। আশ্রয় বাক্য নঞর্থক হলে সিদ্ধান্ত নঞর্থক হবে। এ ছাড়া আশ্রয়বাক্যে যে পদ পূর্ণব্যাপ্ত নয়, সে পদটি সিদ্ধান্তে পূর্ণব্যাপ্ত হতে পারবেনা। আবর্তনের উল্লিখিত নিয়ম অনুসারে A বাক্য সদর্থক বলে তার সিদ্ধান্তকেও সদর্থক হতে হবে। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত হয় A বাক্য হবে, নয়তো I বাক্যে হবে। কিন্তু আমরা যদি নিয়ম

মেনে চলি তাহলে সিদ্ধান্তে A বাক্য হতে পারবেনা। কারণ আমরা জানি, সদর্থক বাক্যে বিধেয় ব্যাপ্য নয়। এবং সার্বিক বাক্য হয় তাহলে আশ্রয় বাক্যে যে বিধেয় পদটি অব্যাপ্য ছিল সেই বিধেয় পদটাই A বাক্যে ব্যাপ্য হবে। এটি আবর্তনের একটি নিয়মের পরিপন্থি। ঐ নিয়মে পরিষ্কার করে বলা আছে, যে পদটি আশ্রয়বাক্যে অব্যাপ্য বা আংশিক ব্যাপ্য তাকে সিদ্ধান্তে কোনো অবস্থাতেই ব্যাপ্য দেখানো যাবেনা অর্থাৎ আশ্রয়বাক্যে অব্যাপ্য হলে সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারবেনা। A বাক্যকে I বাক্যে রূপান্তর করলে এ সমস্যা দেখা দেয়না।

উদাহরণ স্বরূপঃ

A বাক্য = সকল মানুষ হয় প্রাণী। (আবর্তনীয়)

∴ I বাক্য = কিছু প্রাণী হয় মানুষ। (আবর্তিত)

এখানে আমরা লক্ষ করি যে, A বাক্যের আবর্তিত রূপ বা সিদ্ধান্তের পরিমাণ অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে, তা আবর্তনীয় বা আশ্রয়বাক্যের অনুরূপ হয়নি। এখানে আশ্রয়বাক্যটি সার্বিক কিন্তু সিদ্ধান্তটা বিশেষ বাক্য। তাই A বাক্যের আবর্তনকে একটি অসরল আবর্তন বলে গণ্য করা হয়।

A বাক্যের শুদ্ধ সরল আবর্তনঃ

যে সমস্ত ক্ষেত্রে আশ্রয় বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের ব্যক্তর্থ সমপরিমান সে সমস্ত ক্ষেত্রে A বাক্যের সরল আবর্তন সম্ভব হয়। যেমন-

সকল মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রাণী। (A-বাক্য)

∴ সকল বুদ্ধি বৃত্তি সম্পন্ন প্রাণী হয় মানুষ। (A-বাক্য)

উল্লিখিত যুক্তিটিতে একটি জিনিস লক্ষণীয়। তাহলো 'সকল মানুষ' এবং 'বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রাণী'র ব্যক্তর্থ সমান। তাই এ যুক্তিটি বৈধ। আবার কোন A বাক্যের বিধেয় পদ যদি উদ্দেশ্য পদের সমার্থক হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সরল আবর্তন বৈধ হয়। যেমন-

সব মানুষ হয় মানব সন্তান। (A বাক্য)

∴ সব মানব সন্তান হয় মানুষ। (A বাক্য)

উল্লিখিত উদাহরণের আশ্রয় বাক্যে 'মানুষ' ও 'মানব সন্তান' পদ সমার্থক বলে উক্ত পদের ব্যক্তর্থ সমান। তাই যুক্তিটি বৈধ। এ ছাড়া কোন A বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ নির্দিষ্ট বিশিষ্ট পদ হলে সরল আবর্তন বৈধ হয়। যেমন-

হিমালয় হয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত। (A বাক্য)

∴ পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত হয় হিমালয়। (A বাক্য)

উল্লিখিত উদাহরণে আশ্রয় বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ যথাক্রমে 'হিমালয় ও 'সর্বোচ্চ পর্বত'। উভয় পদই নির্দিষ্ট বিধেয় পদ। তাই উভয় পদেরই ব্যক্তর্থ সমান বলে উভয় পদই ব্যাপ্য। এ কারণে A বাক্যের সরল আবর্তন বৈধ হয়েছে। তবে যুক্তিবিদ্যায় A বাক্যের এরূপ সরল আবর্তনকে ব্যতিক্রম হিসাবেই গণ্য করা হয়।

A বাক্যের সরল আবর্তন অনুপপত্তি, কিছু উদাহরণ ও তার ব্যাখ্যা

১. প্রদত্ত যুক্তিঃ

সৎব্যক্তি শ্রদ্ধাস্পদ। অতত্রব, শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি সৎ।

এ অনুমানটির যৌক্তিক আকার হবে-

যৌক্তিক রূপ যৌক্তিক আকার

A সব সৎ ব্যক্তি হয় শ্রদ্ধাস্পদ। (আবর্তণীয়)	A - সব S হয় P
∴ A সব শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি হয় সৎ। (আবর্তিত)	∴ A- সব P হয় S

উল্লিখিত যুক্তিটি আবর্তন নামক অনুমানের একটি দৃষ্টান্ত। এ যুক্তিতে A বাক্যের অবৈধ সরল আবর্তনজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে। কারণ আবর্তনের নিয়ম অনুসারে যেসব সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের ব্যক্তর্থ সমান নয় সে সব সার্বিক সদর্থক বাক্যের সরল আবর্তন হয় না। আর বর্তমান দৃষ্টান্তেও যেহেতু উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের ব্যক্তর্থ সমান না সেহেতু এখানে সরল আবর্তন সম্ভব নয়। তাছাড়া আবর্তন প্রক্রিয়ায় যে পদ আশ্রয়বাক্যে পুর্ণব্যাপ্ত নয়, তা সিদ্ধান্তে পূর্ণব্যাপ্য হবেনা। কিন্তু বিচার্য দৃষ্টান্তে সরল আবর্তন করার 'শ্রদ্ধাস্পদ' পদটি সদর্থক আশ্রয় বাক্যে বিধেয় হিসাবে পূর্ণব্যাপ্ত না হলেও সিদ্ধান্তে A বাক্যের উদ্দেশ্য হিসাবে পূর্ণব্যাপ্ত হয়েছে। আর একারণেই অনুমানটিতে অবৈধ সরল আবর্তনজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

২. প্রদত্ত যুক্তিঃ

সব ব্যবসায়ী হয় মানুষ।

∴ সব মানুষ হয় ব্যবসায়ী।

যৌক্তিক রূপ	যৌক্তিক আকার
A- সব ব্যবসায়ী হয় মানুষ।	A - সব S হয় P
∴ A- সব মানুষ হয় ব্যবসায়ী।	∴ A- সব P হয় S

উল্লিখিত যুক্তিটি আবর্তন নামক অনুমানের একটি দৃষ্টান্ত। এ যুক্তিতে A বাক্যের সরল আবর্তন জনিত অনুপপত্তি ঘটেছে। কারণ আবর্তনের নিয়ম অনুসারে যে সব সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের ব্যক্তর্থ সমান নয় সে সব সার্বিক সদর্থক বাক্যের সরল আবর্তন হয়না। আর বর্তমান দৃষ্টান্তে যেহেতু উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের ব্যক্তর্থ সমান নয়, সেহেতু এখানে সরল আবর্তন সম্ভব নয়। তাছাড়া আবর্তন প্রক্রিয়ায় যে পদ আশ্রয় বাক্যে পূর্ণ ব্যাপ্ত নয় তা সিদ্ধান্তে পূর্ণব্যাপ্ত হবেনা, হতে পারেনা। কিন্তু বর্তমান দৃষ্টান্তে 'মানুষ' পদটি সদর্থক বাক্যের বিধেয় হিসাবে পূর্ণব্যাপ্ত ছিলনা। অথচ সিদ্ধান্তে A বাক্যের সিদ্ধান্ত হিসাবে পূর্ণব্যাপ্ত হয়েছে। আর এর ফলেই এ অনুমানটিতে অবৈধ সরল আবর্তন জনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩

সঠিক উত্তরে পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. অমাধ্যম অনুমানগুলোর মধ্যে যেটির ব্যবহার বেশী তার নাম
   ক. প্রতিবর্তন খ. বিরোধানুমান গ. আবর্তন ঘ. অন্তরাবর্তন

২. A বাক্যের শুদ্ধ সরলআবর্তন হয়-
   ক. সিদ্ধান্ত I বাক্য হলে।
   খ. উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের ব্যক্তর্থ সমান হলে।
   গ. আবর্তন ও আবর্তিতের মধ্যে অনিবার্য সম্পর্ক থাকলে।
   ঘ. সিদ্ধান্ত বিধেয় পদ ব্যাপ্য হলে।

পাঠ ৪

O বাক্যের আবর্তনজনিত অনুপপত্তি

উদ্দেশ্য: এই পাঠ পড়ে আপনি

- O বাক্যের আবর্তন করতে গেলে কিভাবে অনুপপত্তি ঘটে তা জানতে পারবেন।
- O বাক্যের সরল আবর্তন কেন সম্ভব নয় সে বিষয়ে অবগত হবেন।
- O বাক্যের নিষেধমূলক আবর্তন কেন গ্রহণযোগ্য নয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১১.৪.১ O বাক্যের আবর্তন:

আবর্তনের নিয়ম অনুসারে O বাক্য নঞর্থক বলে সিদ্ধান্ত নঞর্থক হতে বাধ্য। অর্থাৎ যেহেতু আবর্তনীয় O সেহেতু আবর্তিত হয় E বাক্য হবে নয়তো O বাক্য হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে আবর্তিত E বাক্য হতে পারেনা। কাজেই সিদ্ধান্ত কখনোই আশ্রয়বাক্যের চেয়ে ব্যাপক হয়না। কাজেই সিদ্ধান্তটা O বাক্য হবে। কিন্তু এখানেও সমস্যা দেখা দেবে। কারণ যে পদটি আশ্রয় বাক্য নয় সে পদটিই এখানে সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হবে। O বাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য নয়। সিদ্ধান্ত যদি O বাক্য হয় তবে যে উদ্দেশ্য পদটি আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য ছিলনা তা-ই সিদ্ধান্তে বিধেয় হিসাবে ব্যাপ্য হবে। যেমন

O বাক্য- কিছু মানুষ নয় ব্যবসায়ী (আবর্তনীয়)
অব্যাপ্য

O বাক্য - কিছু ব্যবসায়ী নয় মানুষ (আবর্তিত)
ব্যাপ্য

আবর্তনের উল্লিখিত দৃষ্টান্তে আশ্রয় বাক্যে 'মানুষ' পদটি ব্যাপ্য নয়। অথচ সিদ্ধান্তে O বাক্যের (নঞর্থক বাক্যের) বিধেয় হিসাবে ব্যাপ্য হয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, O বাক্য আবর্তন করার ক্ষেত্রে পদের ব্যাপ্যতা সংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘিত হয়।
অতত্রব, O বাক্যের আবর্তন সম্ভব নয়।

১১.৪.২ O বাক্যের সরল আবর্তন সম্ভব নয়:

আমরা জানি, যে আবর্তন প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্তের পরিমাণ আশ্রয় বাক্যের অনুরূপ হয় তাকে সরল আবর্তন বলে। অর্থাৎ আশ্রয় বাক্য সার্বিক হলে সিদ্ধান্ত সার্বিক হবে। অথবা আশ্রয় বাক্য বিশেষ হলে সিদ্ধান্ত বিশেষ হবে।
O বাক্য যেহেতু বিশেষ বাক্য যেহেতু সিদ্ধান্ত হতে হলে বিশেষ হবে। আবার O বাক্য যেহেতু নঞর্থক সেহেতু সিদ্ধান্ত হতে হলে নঞর্থক হতে হবে। সিদ্ধান্ত A বাক্য হতে পারবেনা। কারণ A বাক্য বিশেষ বাক্য নয়। আবার E বাক্যও হতে পারবেনা। কারণ E বাক্যও বিশেষ বাক্য নয়। সিদ্ধান্ত টি I বাক্যও হতে পারবেনা। কারণ এটি আবর্তনের নিয়ম অনুসারে আশ্রয় বাক্য নঞর্থক হলে সিদ্ধান্ত নঞর্থক হতে বাধ্য। এখন একটা বিকল্পই বাকী থাকে। এবং তা হলো O বাক্য। নিয়ম অনুসারে এটাকে গ্রহণ করা যেতে পারে। কারণ এটি বিশেষ এবং নঞর্থক উভয়ই। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি বিরাট সমস্যা দেখা দেবে। কারণ আবর্তনের নিয়মের

পরিপন্থি হয়ে দাঁড়াবে। নিয়মটি হলো যে পদ আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্ত নয় তাকে সিদ্ধান্তে ব্যাপ্ত হিসাবে দেখানো যাবেনা। আমরা জানি O বাক্য বিশেষ বাক্য বলে এর উদ্দেশ্য ব্যাপ্ত। কিন্তু এই উদ্দেশ্যই যখন নঞর্থক বাক্যে বিধেয় হবে তখন ব্যাপ্ত হয়ে যাবে। কারণ সকল নঞর্থক যৌক্তিক বাক্যের বিধেয় ব্যাপ্ত। বিষয়টি আরও পরিস্কার করার জন্য কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক :

১. যেহেতু কিছু প্রাণী মানুষ নয়, সেহেতু কিছু মানুষ প্রাণী নয়।

যৌক্তিক রূপ ঃ	**যৌক্তিক আকার ঃ**
o কিছু প্রাণী নয় মানুষ।	o কিছু S নয় P
∴ o কিছু মানুষ নয় প্রাণী।	∴ o কিছু P নয় S

বিশ্লেষণঃ

উল্লিখিত উদাহরণের ক্ষেত্রে আশ্রয় বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় যথাক্রমে প্রাণী ও মানুষ। আশ্রয় বাক্যে প্রাণী পদ অব্যাপ্য, কিন্তু মানুষ পদ বিধেয় রূপে ব্যাপ্য। অন্যদিকে সিদ্ধান্তে উদ্দেশ্য হিসাবে 'মানুষ' পদটি অব্যাপ্য থাকলেও বিধেয় হিসাবে প্রাণী পদটি ব্যাপ্য। এর অর্থ এই দাড়াল, আশ্রয় বাক্যের অব্যাপ্য উদ্দেশ্য 'প্রাণী' সিদ্ধান্তে বিধেয় রূপে ব্যাপ্য হয়েছে। আর এ কারণেই যুক্তিটি অবৈধ হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ

O বাক্যের আবর্তন করা হলে সে ক্ষেত্রে O বাক্যের অবৈধ আবর্তন জনিত অনুপপত্তি ঘটে।

২. কিছু মানুষ ব্যাবসায়ী নয়, কাজেই কিছু ব্যবসায়ী মানুষ নয়।

যৌক্তিক রূপ ঃ	**যৌক্তিক আকার ঃ**
O কিছু মানুষ নয় ব্যবসায়ী। (আবর্তনীয়)	O কিছু S নয় P
∴ o কিছু ব্যবসায়ী নয় মানুষ। (আবর্তিত)	∴ O কিছু P নয় S

বিশ্লেষণঃ

আলোচ্য দৃষ্টান্তে আশ্রয় বাক্যটি অর্থাৎ আবর্তনীয় যৌক্তিক বাক্যটি বিশেষ বাক্য বিধেয় উদ্দেশ্য পদটি অর্থাৎ মানুষ পদটি পূর্ণব্যাপ্য হয়নি। অথচ সিদ্ধান্তে এ পদটি পূর্ণ ব্যাপ্য হয়েছে। কারণ সিদ্ধান্ত O বাক্য, অর্থাৎ নঞর্থক বাক্য। এবং সকল নঞর্থক বাক্যে বিধেয় ব্যাপ্য। এ যুক্তিটিতে আশ্রয় বাক্যে অর্থাৎ আবর্তনীয় বাক্যে যে পদটি অব্যাপ্য সে পদটি সিদ্ধান্তে অর্থাৎ আবর্তিতে ব্যাপ্য হয়েছে। এ কারণেই যুক্তিটি অবৈধ হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

উল্লিখিত যুক্তিটিতে o বাক্যের অবৈধ আবর্তনজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

১১.৪.৩ O বাক্য আবর্তন করতে গেলে পদের ব্যাপ্যতা সংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়। কোন কোন যুক্তিবিদ O বাক্যকে আবর্তন করার জন্য নতুন একটি পদ্ধতির আবিষ্কার করেছেন। এ পদ্ধতি নিষেধক আবর্তন বা Conversion by Negation নামে পরিচিত। এ আবর্তনে যুক্তিবিদগণ প্রথমে বাক্যের নঞর্থক সংকেতটিকে বিধেয়ের সাথে যুক্ত করে O বাক্যকে I বাক্যে রূপান্তর করেন এবং তারপর I বাক্যটিকে আবর্তন করেন। যেমন-

O - কিছু মানুষ নয় সৎ।

I - কিছু মানুষ হয় অ-সৎ (O বাক্যের রূপান্তরিত রূপ)

∴ I - কিছু অ-সৎ হয় মানুষ।

বিশ্লেষণঃ

উল্লিখিত আবর্তন অবৈধ। কারণ আবর্তনের নিয়ম অনুসারে আশ্রয় বাক্য ও সিদ্ধান্তের গুণ অপরিবর্তিত থাকবে। কিন্তু এ যুক্তিটিতে এ নিয়মের লঙ্ঘন ঘটেছে।

প্রমান ঃ

কাজেই এটা প্রমাণিত যে, নিষেধমূলক আবর্তন কোন ক্রমেই যথার্থ আবর্তন প্রক্রিয়া বলে গণ্য হতে পারেনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আবর্তনের নিয়ম অনুসারে

ক. O বাক্য সিদ্ধান্তে I বাক্য হতে বাধ্য।

খ. O বাক্য সিদ্ধান্তে E বাক্য হতে বাধ্য।

গ. O বাক্য সিদ্ধান্তে O বাক্য হতে বাধ্য।

ঘ. O বাক্যে সিদ্ধান্ত A বাক্য হতে বাধ্য।

পাঠ ৫

চতুষ্পদী অনুপপত্তি এবং অব্যাপ্য মধ্যপদ জনিত অনুপপত্তি

উদ্দেশ্য: এই পাঠ পড়ে আপনি-

- চতুষ্পদী অনুপপত্তির স্বরূপ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- অব্যাপ্য মধ্যপদজনিত অনুপপত্তি স্বরূপ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- কিভাবে অবৈধ যুক্তিকে বিচার করা হয় সে ব্যাপারে অবগত হবেন।

১১.৫.১ চতুষ্পদী অনুপপত্তি (Fallacy of Four Terms):

আমরা জানি, সহানুমানে তিনটি এবং মাত্র তিনটি পদ থাকবে, তার কমও নয় বেশীও নয়। সহানুমানে যে তিনটি পদ থাকবে তা হলো: ১. প্রধান পদ, ২. অপ্রধান পদ ও ৩. মধ্যপদ। সহানুমানে প্রতিটি পদ দুবার করে বসবে। প্রধান পদটি প্রধান আশ্রয় বাক্যে এবং সিদ্ধান্তের বিধেয় স্থানে আর একবার বসবে। অপ্রধান পদটি অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে একবার এবং সিদ্ধান্তে আর একবার বসবে। মধ্যপদটি প্রধান আশ্রয় বাক্যে একবার এবং অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে একবার বসবে।

উল্লিখিত বিষয় লঙ্ঘন করলে কিংবা সঠিকভাবে মেনে না চললে অর্থাৎ তিনটি পদের স্থলে দুটি পদ থাকলে বা তিনটির অধিক হলে ঐ সহানুমান অবৈধ হবে। কোন সহানুমানের মাঝে চারটা পদ থাকলে সেখানে চতুষ্পদী অনুপপত্তি ঘটে। বিষয়টি আরও পরিষ্কার করার জন্য নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলোঃ

১. প্রদত্ত যুক্তি ঃ

মানুষ মুরগী খায়।

মুরগী কেচো খায়।

∴ মানুষ কেচো খায়।

যুক্তিটির যৌক্তিক রূপ

A - মানুষ হয় এমন প্রাণী যে মুরগী খায়।

A - মুরগী হয় এমন প্রাণী যে কেচো খায়।

∴ A - মানুষ হয় এমন প্রাণী যে কেচো খায়।

বিশ্লেষণ:

আলোচ্য যুক্তিটি অবৈধ। কারণ এখানে সহানুমানের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে। আমরা জানি সহানুমানে তিনটি আশ্রয় বাক্য থাকে এবং তিনটি পদ থাকে। এই তিনটি পদ ঐ তিনটি আশ্রয় বাক্যে দুইবার করে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বর্তমান যুক্তিটিতে চারটি পদ রয়েছে। এ চারটি পদ হলো ঃ

১. মানুষ

২. এমন প্রাণী যে মুরগী খায়
৩. মুরগী এবং
৪. এমন প্রাণী যে কেঁচো খায়।

সিদ্ধান্তঃ
এ যুক্তিটি সহানুমানের নিয়ম লঙ্ঘন করে চারটি পদের সমন্বয়ে গঠিত হওয়ায় এ ক্ষেত্রে 'চতুষ্পদী অনুপপত্তি'র উদ্ভব ঘটেছে।

২. প্রদত্ব যুক্তিঃ
আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ পাপ সৃষ্টি করেছে। অতএব আল্লাহ পাপ সৃষ্টি করেছে।
এ অনুমানটির যৌক্তিক আকার হবে ঃ
A-আল্লাহ হন এমন যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। (প্রধান আশ্রয় বাক্য)
A-মানুষ হয় এমন যে পাপ সৃষ্টি করেছে। (অপ্রধান আশ্রয় বাক্য)
∴ A-আল্লাহ হন এমন যিনি পাপ সৃষ্টি করেছেন। (সিদ্ধান্ত)

বিশ্লেষণঃ
উল্লিখিত যুক্তিটি সহানুমানের একটি দৃষ্টান্ত। যুক্তিটি অবৈধ। সহানুমানের নিয়ম অনুসারে একটি অনুমানে মাত্র তিনটি পদ থাকবে। এর বেশী বা কম নয়। কিন্তু বর্তমান যুক্তিটিতে তিনটির পরিবর্তে চারটি পদ রয়েছে। যেমন-
১. আল্লাহ,
২. এমন যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন,
৩. মানুষ এবং
৪. এমন যে পাপ সৃষ্টি করেছে।

সিদ্ধান্তঃ
এই সহানুমানটি সহানুমানের নিয়ম লঙ্ঘন করে চারটি পদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এবং সে কারণে এক্ষেত্রে চতুষ্পদী অনুপপত্তি ঘটেছে।

৩. প্রদত্ত যুক্তিঃ
রাজা দেশ শাসন করেন। রাণী রাজাকে শাসন করেন। অতএব, রাণী দেশ শাসন করেন।

যৌক্তিক রূপ ঃ
A - রাজা হন দেশের শাসক। (প্রধান আশ্রয় বাক্য)
A - রাণী হন রাজার শাসক। (অপ্রধান আশ্রয় বাক্য)
∴ A - রাণী হন দেশের শাসক। (সিদ্ধান্ত)

বিশ্লেষণঃ
আলোচ্য যুক্তিটি অবৈধ। কারণ এখানে সহানুমানের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে। আমরা জানি সহানুমানে তিনটি আশ্রয় বাক্য থাকে এবং তিনটি পদ থাকে। কিন্তু বর্তমানে যুক্তিটিতে চারটি পদ রয়েছে। এই চারটি পদ হলোঃ
১. দেশের শাসক
২. রাণী
৩. রাজা এবং
৪. রাজার শাসক

সিদ্ধান্তঃ

যেহেতু বর্তমান যুক্তিটিতে চারটি পদ আছে সেহেতু এ যুক্তিটি চতুষ্পদী অনুপপত্তির কারণে অবৈধ।

৪. প্রদত্ত যুক্তিঃ

চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে। অতএব, চাঁদ সূর্যের চারদিকে ঘুরে।

অনুমানটির যৌক্তিক রূপ হলো :

A-চাঁদ হয় এমন যা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে। (অপ্রধান আশ্রয় বাক্য)

A-পৃথিবী হয় এমন যা সূর্যের চারদিকে ঘুরে। (প্রধান আশ্রয় বাক্য)

∴ A-চাঁদ হয় এমন যা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে। (সিদ্ধান্ত)

বিশ্লেষণঃ

এ যুক্তিটি সহানুমানের একটি উদাহরণ। যুক্তিটি অবৈধ। কারণ সহানুমানের নিয়ম অনুসারে মাত্র তিনটি পদ থাকে। কিন্তু বর্তমান যুক্তিটিতে তিনটির পরিবর্তে চারটি পদ রয়েছে। যেমন-

১. চাঁদ,

২. এমন যা পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে,

৩. পৃথিবী এবং

৪. এমন যা সূর্যের চারিদিকে ঘুরে।

সিদ্ধান্তঃ

এ অনুমানটি সহানুমানের নিয়ম লঙ্ঘন করে চারটি পদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এবং সে কারণে এ ক্ষেত্রে চতুষ্পদী অনুপপত্তির উদ্ভব ঘটেছে।

৫. প্রদত্ত যুক্তিঃ

মুরগী থেকে ডিম হয়। ডিম থেকে মুরগী হয়। সুতরাং ডিম থেকে ডিম হয়।

অনুমানটির যৌক্তিক রূপ ঃ

A-মুরগী হয় এমন যা থেকে ডিম হয়। (প্রধান আশ্রয় বাক্য)

A-ডিম হয় এমন যা থেকে মুরগী হয়। (অপ্রধান আশ্রয় বাক্য)

∴ A-ডিম হয় এমন যা থেকে ডিম হয়। (সিদ্ধান্ত)

এ যুক্তিটি সহানুমানের একটি উদাহরণ। তবে যুক্তিটি অবৈধ কারণ সহানুমানের নিয়ম অনুসারে একটি অনুমানে মাত্র তিনটি পদ থাকে। কিন্তু বর্তমান যুক্তিটিতে তিনটির পরিবর্তে চারটি পদ রয়েছে। এ চারটি পদ হলো:

১. মুরগী,

২. এমন যা থেকে ডিম হয়,

৩. ডিম এবং

৪. এমন যা থেকে মুরগী হয়।

সিদ্ধান্তঃ

এ অনুমানটি সহানুমানের নিয়ম লঙ্ঘন করে চারটি পদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এবং সে কারণে এক্ষেত্রে চতুষ্পদী অনুপপত্তির উদ্ভব ঘটেছে।

১১.৫.২ অব্যাপ্য মধ্যপদ অনুপপত্তি :

সহানুমানের একটি নিয়ম হলো ঃ মধ্যপদকে অন্তত: একটি আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য হতে হবে। সহানুমানের মধ্যপদের মাধ্যমেই প্রধান পদ ও অপ্রধান পদের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা হয়। অর্থাৎ প্রধান আশ্রয় বাক্যে প্রধান পদের সাথে তুলনা করা হয়। আবার অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে অপ্রধান পদের সাথে মধ্য পদের তুলনা করা হয়। অতএব, মধ্যপদ যদি একবারও ব্যাপ্য না থাকে অর্থাৎ তা যদি দুটি আশ্রয় বাক্যের একটিতেও সম্পূর্ণ ব্যক্তর্থ জ্ঞাপন করে, তাহলে এমন হতে পারে যে, মধ্যপদের এক অংশের প্রধান পদের তুলনা করা হলো এবং অন্য অংশের সাথে অপ্রধান অংশের তুলনা করা হলো। তাহলে দেখা যায় যে, মধ্যপদ একবারও আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য না হলে প্রধান ও অপ্রধান পদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা যায় না এবং এর ফলে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয়না।

মধ্যপদ আশ্রয়বাক্যে একবারও ব্যাপ্য না হলে যে অনুপপত্তির উদ্ভব ঘটে তার নাম হলো অব্যাপ্য মধ্যপদ অনুপপত্তি বা Fallacy of Undistributed Middle. এই অনুপপত্তির কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝতে আরও সহজ হবে।

১. প্রদত্ত যুক্তি:

সব গরু চতুষ্পদ। সব ঘোড়া চতুষ্পদ। অতএব সব ঘোড়া হয় গরু।

যুক্তিটির যৌক্তিক রূপ ঃ	সংক্ষিপ্ত যুক্তির আকার ঃ
A -সব গরু হয় চতুষ্পদ।	A - সব P হয় M
A - সব ঘোড়া হয় চতুষ্পদ।	A - সব S হয় M
∴ A- সব ঘোড়া হয় গরু।	∴ A - সব S হয় P

বিশ্লেষণ:

উল্লিখিত যুক্তিটির দুটি আশ্রয় বাক্য ও সিদ্ধান্ত A বাক্য। আমরা জানি A বাক্য সার্বিক বলে এর উদ্দেশ্য ব্যাপ্য, কিন্তু A বাক্য সদর্থক বলে এর বিধেয় পদ অব্যাপ্য। তাই মধ্যপদ 'চতুষ্পদ' উভয় আশ্রয় বাক্যে (A বাক্যের বিধেয় হিসাবে) অব্যাপ্য রয়েছে। অথচ সহানুমানের নিয়ম অনুসারে মধ্যপদ অন্তত: একবার ব্যাপ্য না হলে অব্যাপ্য মধ্যপদজনিত অনুপপত্তি ঘটে।

সিদ্ধান্ত:

যেহেতু একটি আশ্রয় বাক্যেও মধ্যপদ ব্যাপ্য নয় সেহেতু বিচার্য যুক্তিটিতে অব্যাপ্য মধ্যপদজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

২. প্রদত্ত যুক্তি:

সক্রেটিস প্রকৃতই মহৎ, কেননা সে পূণ্যবান এবং পুণ্যবানরাই প্রকৃত মহৎ।

যুক্তিটির যৌক্তিক রূপ ঃ	সংক্ষিপ্ত যৌক্তিক আকার ঃ
A -সকল প্রকৃত মহৎ হয় পূর্ণ্যবান।	A - সব S হয় M
A - সক্রেটিস হয় পূর্ণ্যবান।	A - সব P হয় M
∴ A- সক্রেটিস হয় প্রকৃত মহৎ।	∴ A - সব S হয় P

বিশ্লেষণ:

উল্লিখিত যুক্তিটির দুটি আশ্রয় বাক্য ও সিদ্ধান্ত A বাক্য। যুক্তিবিদ্যার নিয়ম অনুসারে A বাক্য সার্বিক বলে এর উদ্দেশ্য ব্যাপ্য। কিন্তু A বাক্য সদর্থক বলে এর বিধেয় পদটি অব্যাপ্য। তাই মধ্যপদ 'পূর্ণ্যবান' উভয় আশ্রয় বাক্যেরই বিধেয় হিসাবে অব্যাপ্য রয়েছে। অথচ সহানুমানের

নিয়ম অনুসারে মধ্যপদ অন্তত: একবার ব্যাপ্য না হলে অব্যাপ্য মধ্যপদ জনিত অনুপপত্তি ঘটে।

সিদ্ধান্ত:
যেহেতু বিচার্য যুক্তিটিতে একটি আশ্রয়বাক্যেও মধ্যপদ ব্যাপ্য নয় যেহেতু এক্ষেত্রে অব্যাপ্য মধ্যপদজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

৩. প্রদত্ত যুক্তি:
সে অবশ্যই একজন কাপুরুষ। কেননা সে অসৎ এবং সকল কাপুরুষেরাই অসৎ।

যুক্তিটির যৌক্তিক রূপ ঃ		**সংক্ষিপ্ত যৌক্তিক আকার ঃ**
A -সকল কাপুরুষ হয় অসৎ।	(প্রধান আশ্রয় বাক্য)	A সকল S হয় M
A - সে হয় অসৎ।	(অপ্রধান আশ্রয় বাক্য)	A সকল P হয় M
∴ A- সে হয় কাপুরুষ।	(সিদ্ধান্ত)	∴ A সকল S হয় P

বিশ্লেষণ:
আলোচ্য যুক্তিটি সহানুমানের একটি উদাহরণ। এ যুক্তিটিতে দুটি আশ্রয় বাক্য এবং সিদ্ধান্ত A বাক্য। যুক্তিবিদ্যার নিয়ম অনুসারে A বাক্যটি সার্বিক বিধায় এর উদ্দেশ্য ব্যাপ্য এবং A বাক্যটি সদর্থক বলে এর বিধেয় অব্যাপ্য। সহানুমানের নিয়ম অনুসারে মধ্যপদকে অন্তত; একবার ব্যাপ্য হতেই হবে। নয়তো অনুমানটি ভ্রান্ত হতে বাধ্য। কিন্তু বর্তমান যুক্তিটিতে মধ্যপদ 'অসৎ' একটি আশ্রয় বাক্যেও ব্যাপ্য না হবার কারণে এখানে অনুপপত্তি ঘটেছে।

সিদ্ধান্ত:
যেহেতু বিচার্য যুক্তিটিতে একটি আশ্রয়বাক্যেও মধ্যপদ ব্যাপ্য নয় সেহেতু এক্ষেত্রে অব্যাপ্য মধ্যপদ জনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

৪. প্রদত্ত যুক্তি:
সব দার্শনিক মানুষ। সব কবি মানুষ। অতএব, সব কবি দার্শনিক।

যুক্তিটির যৌক্তিক রূপ ঃ	**সংক্ষিপ্ত যৌক্তিক আকার ঃ**
A -সব দার্শনিক হয় মানুষ। (প্রধান আশ্রয় বাক্য)	A সব S হয় M
A - সব কবি হন মানুষ। (অপ্রধান আশ্রয় বাক্য)	A সব P হয় M
∴ A- সব কবি হন দার্শনিক। (সিদ্ধান্ত)	∴ A সব S হয় P

বিশ্লেষণ:
বিচার্য যুক্তিটি সহানুমানের একটি উদাহরণ। এ যুক্তিটিতে দুটি আশ্রয়বাক্য এবং সিদ্ধান্ত A বাক্য। যুক্তিবিদ্যার নিয়ম অনুসারে A বাক্যটি সার্বিক বলে এর উদ্দেশ্য ব্যাপ্য। কিন্তু A বাক্যটি সদর্থক বলেএর বিধেয় অব্যাপ্য। সহানুমানের নিয়ম অনুসারে মধ্যপদকে অন্তত: একবার ব্যাপ্য হতেই হবে। নতুবা অনুমানটি ভ্রান্ত হতে বাধ্য। কিন্তু বর্তমানে যুক্তিটিতে মধ্যপদ 'মানুষ' একটি আশ্রয় বাক্যেও ব্যাপ্য নয়। আর এ কারণে এখানে অনুপপত্তি ঘটেছে।

সিদ্ধান্ত:
যেহেতু আলোচ্য যুক্তিটিতে একটি আশ্রয় বাক্যেও মধ্যপদ ব্যাপ্য নয় সেহেতু এক্ষেত্রে অব্যাপ্য মধ্যপদজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫

সঠিক উত্তরে পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. চতুষ্পদী অনুপপত্তি কাকে বলে?
   ক. যে সহানুমানে মোট চারটি যৌক্তিক বাক্য থাকে।
   খ. যে অনুমানে মোট চারটি পদ ব্যবহৃত হয়।
   গ. যে অনুমানে মোট চারটি যৌক্তিক বাক্য থাকে।
   ঘ. যে অনুমানে মোট চারটি শব্দ থাকে।

২. অব্যাপ্য মধ্যপদ জনিত অনুপপত্তি তখনই ঘটে যখন
   ক. প্রধান আশ্রয় বাক্যে বিধেয় অব্যাপ্য থাকে।
   খ. সিদ্ধান্তে উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য থাকে।
   গ. মধ্যপদ উভয় আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য থাকে।
   ঘ. মধ্যপদ যখন কোনো আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য থাকেনা।

নিম্নলিখিত যুক্তিগুলোর বৈধতা বিচার করুনঃ

১. বইটি টেবিলের উপর টেবিল মেঝের উপর। অতএব, বইটি মেঝের উপর।
২. মাটি থেকে গাছ হয়। গাছ থেকে ফল হয়। অতএব, মাটি থেকে ফল হয়।
৩. রাজা দেশ শাসন করেন। রাণী রাজাকে শাসন করেন। অতত্রব রাণী দেশ শাসন করেন।
৪. মুরগী ডিম থেকে আসে। ডিম মুরগী থেকে আসে। অতএব, ডিম থেকে ডিম আসে।
৫. চন্দ্রপৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরে। অতএব চন্দ্র সূর্যের চারিদিকে ঘুরে।
৬. তিনি সৎ। কারণ তিনি একজন বিচারক এবং সব বিচারক সৎ।
৭. নাসিম মহৎ ব্যক্তি। কেননা তিনি পূর্ণ্যবান এবং সব পূর্ণবানই মহৎ।
৮. সকল মনোযোগী পরীক্ষক কঠোর। তিনি খুব কঠোর। কাজেই তিনি মনোযোগী পরীক্ষক।
৯. সব মানুষ মরণশীল। সব বাঘ মরনশীল। অতএব, সব বাঘ মানুষ।
১০. সব মানুষ মরণশীল। রবিন একজন মানুষ। অতএব রবিন মরণশীল।
১১. সব বিচারক ভাল মানুষ। কবির সাহেব ভাল মানুষ। অতত্রব কবির সাহেব একজন বিচারক।

১. যৌক্তিক রূপ-
   বইটি হয় এমন বস্তু যা টেবিলের উপর।
   টেবিলের হয় এমন বস্তু যা মেঝের উপর।
   ∴ বইটি মেঝের উপর। চতুষ্পদী অনুপপত্তি

২. মাটি হয় এমন বস্তু যা হতে গাছ হয়।
   গাছ হয় এমন বস্তু যা হতে ফল হয়।
   ∴ মাটি হয় এমন বস্তু যা হতে ফল হয়। (চতুষ্পদী অনুপপত্তি)

৩. রাজা হন দেশের শাসক।
   রানী হন রাজার শাসক।
   ∴ রাণী হন দেশের শাসক। (চতুষ্পদী অনুপপত্তি)

৪. মুরগী হয় এমন যা ডিম থেকে আসে।
   ডিম হয় এমন বস্তু যা মুরগী থেকে আসে।

∴ ডিম হয় এমন বস্তু যা ডিম থেকে আসে। (চতুষ্পদী অনুপপত্তি)

৫. চন্দ্র হয় এমন শক্তি যা পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে।
পৃথিবী হয় এমন শক্তি যা সূর্যের চারিদিকে ঘুরে।
∴ চন্দ্র হয় এমন শক্তি যা সূর্যের চারিদিকে ঘুরে। (চতুষ্পদী অনুপপত্তি)

৬. A- সব বিচারক হন সৎ।
A- তিনি হন বিচারক।
∴ A- তিনি হন সৎ। (এটি একটি শুদ্ধ যুক্তি। এখানে কোন অনুপপত্তি ঘটেনি)

৭. A- সব পূর্ণবান হয় মহৎ।
A- নাসিম হন মহৎ
∴ A নাসিম হন পূর্ণ্যবান (অব্যাপ্য মধ্যপদজনিত অনুপপত্তি)

৮. A- সকল মনোযোগী পরীক্ষক হয় কঠোর।
A- তিনি হন কঠোর।
∴ A- তিনি হন মনোযোগী পরীক্ষক। (অব্যাপ্য মধ্যপদজনিত অনুপপত্তি)

৯. A- সকল মানুষ হয় মরণশীল।
A- সকল বাঘ হয় মরণশীল।
∴ A- সকল বাঘ হয় মানুষ (অব্যাপ্য মধ্যপদজনিত অনুপপত্তি)

১০. A- সকল মানুষ হয় মরণশীল।
A- রবিন হয় মানুষ।
∴ A- রবিন হয় মরণশীল।(শুদ্ধ যুক্তি। এখানে কোন অনুপপত্তি ঘটেনি)

১১. A- সব বিচারক হয় ভাল মানুষ।
A- কবির সাহেব হন ভাল মানুষ।
∴ A- কবির সাহেব হন বিচারক। (অব্যাপ্য মধ্যপদজনিত অনুপপত্তি)

পাঠ ৬

অব্যাপ্য প্রধানপদ জনিত অনুপপত্তি এবং অব্যাপ্য অপ্রধান পদ জনিত অনুপপত্তি

উদ্দেশ্য: এই পাঠ পড়ে আপনি-

- অব্যাপ্য প্রধানপদ জনিত অনুপপত্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- অব্যাপ্য অপ্রধানপদজনিত অনুপপত্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- কিভাবে যুক্তির বৈধতা বিচার করতে হয় সে ব্যাপারে অবগত হবেন।

১১.৬.১ অব্যাপ্য প্রধানপদ জনিত অনুপপত্তি:

সহানুমানের নিয়ম নিয়ে আলোচনার সময় আমরা দেখেছি, যে পদ আশ্রয় বাক্যে পূর্ণব্যাপ্য হয়নি সে পদ সিদ্ধান্তে পূর্ণ ব্যাপ্য হতে পারবেনা। অবরোহ অনুমান হিসাবে সহানুমানের সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্যের চেয়ে কম ব্যাপক হয়ে থাকে। তাই আশ্রয় বাক্য দুটিতে প্রধান পদ বা অপ্রধানপদ ব্যাপ্য না হয়ে যদি সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয় তবে সিদ্ধান্তের পরিমান আশ্রয় বাক্যের চেয়ে বেশী ব্যাপক হবে। আর সে কারণে অবরোহ অনুমান হিসাবে সহানুমানটি ভ্রান্ত হবে। সুতরাং আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য নয় এমন পদ সিদ্ধান্তে পূর্ণব্যাপ্য হবেনা। এখন কোনো সহানুমানে যদি প্রধান আশ্রয় বাক্যে প্রধান পদ অব্যাপ্য থাকে এবং সিদ্ধান্তে তা ব্যাপ্য হয় তাহলে ঐ সহানুমানে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে অব্যাপ্য প্রধানপদজনিত অনুপপত্তি বলে। বিষয়টি আরো সহজ করে বোঝানোর জন্য নিম্নে কয়েকটি অব্যাপ্য প্রধানজনিত অনুপপত্তির উদাহরণ দেওয়া হলোঃ

১. প্রদত্ত যুক্তি:

সকল মানুষ মরণশীল। কোন কুকুর মানুষ নয়। অতত্রব, কোন কুকুর মরণশীল নয়।

যুক্তিটির যৌক্তিক রূপ ঃ	**সংক্ষিপ্ত যৌক্তিক আকার ঃ**
A -সকল মানুষ হয় মরণশীল। (প্রধান আশ্রয় বাক্য)	A-সকল M নয় S
E - কোনো কুকুর নয় মানুষ। (অপ্রধান আশ্রয় বাক্য)	E-কোনো P নয় M
∴ E - কোন কুকুর নয় মরণশীল।(সিদ্ধান্ত)	∴ E-কোনো P নয় S

বিশ্লেষণ:

আলোচ্য যুক্তিটি অবৈধ। কারণ এখানে সহানুমানের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে। সহানুমানের নিয়ম অনুসারে যে পদ আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য নয় সে পদ সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারবেনা। কিন্তু উল্লিখিত যুক্তিটিতে প্রধান আশ্রয় বাক্যে 'মরণশীল' পদটি A বাক্যের বিধেয় হিসাবে অব্যাপ্য। কিন্তু সিদ্ধান্তটি E বাক্য বলে এই পদটি E বাক্যের বিধেয় হিসাবে ব্যাপ্য হয়েছে। অথচ সহানুমানের নিয়ম অনুসারে আশ্রয় বাক্যে অব্যাপ্য সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারেনা।

সিদ্ধান্তঃ

যেহেতু বিচার্য যুক্তিটিতে প্রধান পদটি আশ্রয় বাক্যে অব্যাপ্য কিন্তু সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য সেহেতু এক্ষেত্রে অব্যাপ্য প্রধানপদ জনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

২. প্রদত্ত যুক্তিঃ

পুরুষ মানুষেরা মরণশীল। স্ত্রীলোকেরা পুরুষ নয়। অতত্রব স্ত্রীলোকেরা মরণশীল নয়।

যৌক্তিক রূপঃ	**সংক্ষিপ্ত যৌক্তিক আকারঃ**
A - সকল পুরুষ মানুষ হয় মরণশীল। (প্রধান আশ্রয় বাক্য)	A সকল M হয় S
E - কোন স্ত্রীলোক নয় পুরুষ মানুষ। (অপ্রধান আশ্রয় বাক্য)	E কোনো P নয় M
∴ E - কোন স্ত্রীলোক নয় মরণশীল।(সিদ্ধান্ত)	∴ E কোনো P নয় S

বিশে- ষণঃ

বর্তমান যুক্তিটি অবৈধ সহানুমানের একটি দৃষ্টান্ত। সহানুমানের নিয়ম অনুসারে যে পদ আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য নয় সে পদটি সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারেনা। কিন্তু উল্লিখিত যুক্তিটিতে 'মরণশীল' পদটি A বাক্যের বিধেয় বলে প্রধান আশ্রয় বাক্যে অব্যাপ্য। কিন্তু সিদ্ধান্ত যেহেতু E বাক্য, এই 'মরণশীল' পদটিই সিদ্ধান্ত ব্যাপ্য হয়েছে। অথচ সহানুমানের নিয়ম অনুসারে কোনো পদ আশ্রয় বাক্যে অব্যাপ্য থাকলে সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারেনা।

সিদ্ধান্তঃ

যেহেতু বিচার্য যুক্তিটিতে প্রধান পদটি আশ্রয় বাক্যে অব্যাপ্য অথচ সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য সেহেতু এ ক্ষেত্রে অব্যাপ্য প্রধান পদজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

৩. প্রদত্ত যুক্তিঃ

সব মানুষ স্বার্থপর নয়। কিন্তু হালিম স্বার্থপর। অতএব, হালিম মানুষ নয়।

যৌক্তিক রূপ :	**সংক্ষিপ্ত যৌক্তিক আকারঃ**
O-কোনো মানুষ নয় স্বার্থপর। (প্রধান আশ্রয় বাক্য)	O -কিছু P নয় M
A-হালিম হয় স্বার্থপর। (অপ্রধান আশ্রয় বাক্য)	A - সব S হয় M
∴ E-হালিম নয় মানুষ। (সিদ্ধান্ত)	∴ E কোন S নয় P

বিশ্লেষণঃ

বর্তমান যুক্তিটি অবৈধ সহানুমানের একটি দৃষ্টান্ত। সহানুমানের নিয়ম অনুসারে যে পদ আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য নয় সে পদটি সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারে না। কিন্তু উল্লিখিত যুক্তিটিতে 'মানুষ' পদটি A বাক্যের বিধেয় বলে প্রধান আশ্রয় বাক্যে অব্যাপ্য। কিন্তু সিদ্ধান্ত যেহেতু E বাক্য, এই 'মানুষ' পদটিই সেখানে ব্যাপ্য হয়েছে। অথচ সহানুমানের নিয়ম অনুসারে কোনো পদ আশ্রয় বাক্যে অব্যাপ্য থাকলে সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারেনা।

সিদ্ধান্তঃ

যেহেতু বিচার্য যুক্তিটিতে প্রধান পদটি আশ্রয় বাক্যে অব্যাপ্য কিন্তু সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য, সেহেতু এ ক্ষেত্রে অব্যাপ্য প্রধান পদজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

৪. প্রদত্ত যুক্তিঃ

সকল সিংহ পশু হলেও কোনো বাঘ সিংহ নয়। অতএব, কোনো বাঘ পশু নয়।

যৌক্তিক রূপঃ	**সংক্ষিপ্ত যৌক্তিক আকারঃ**
A -সকল সিংহ হয় পশু (প্রধান আশ্রয় বাক্য)	A - সকল M হয় P
E - কোনো বাঘ নয় সিংহ। (অপ্রধান আশ্রয় বাক্য)	E - কোনো S নয় M
∴ E - কোন বাঘ নয় পশু।(সিদ্ধান্ত)	∴ E- কোনো S নয় P

বিশ্লেষণঃ

প্রদত্ত যুক্তিটি অবৈধ সহানুমানের একটি দৃষ্টান্ত। সহানুমানের নিয়ম অনুসারে যে পদ আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য নয় সে পদকে কোনো অবস্থাতেই সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য দেখানো যাবেনা। অর্থাৎ ব্যাপ্য হতে পারবেনা। কিন্তু উল্লিখিত যুক্তিটিতে প্রধান আশ্রয় বাক্যটি A হবার কারণে বিধেয় হিসাবে 'পশু' পদটি অব্যাপ্য। কিন্তু সিদ্ধান্ত E বাক্য হবার কারণে এই পদটিই সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে। অথচ কোন পদই আশ্রয় বাক্যে অব্যাপ্য হলে সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারেনা।

সিদ্ধান্তঃ

যেহেতু বর্তমান যুক্তিটিতে প্রধান পদটি প্রধান আশ্রয় বাক্যে অব্যাপ্য কিন্তু সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে সেহেতু এ ক্ষেত্রে অব্যাপ্য প্রধানপদ জনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

১১.৬.২ অপ্রধানপদ জনিত অনুপপত্তিঃ

অব্যাপ্য প্রধান জনিত অনুপপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, যে পদ আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য হয়নি সে পদ সিদ্ধান্তে পূর্ণ ব্যাপ্য হতে পারবেনা। আমরা আরও জেনেছি যে, অবরোহ অনুমান হিসাবে সহানুমানের সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্যের চেয়ে কম ব্যাপক হয়ে থাকে। আর সে কারণেই আশ্রয় বাক্য দুটিতে প্রধান বা অপ্রধান পদ ব্যাপ্য না হয়ে যদি সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয় তবে সিদ্ধান্তের পরিমাণ আশ্রয়বাক্যের চেয়ে বেশী হবে। ফলে সহানুমানটি ভ্রান্ত। আমরা জানি, প্রধান আশ্রয় বাক্যে প্রধান পদ যদি অব্যাপ্য হয় এবং সেই অব্যাপ্য পদটিই যদি সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয় তাহলে অব্যাপ্য প্রধান জনিত অনুপপত্তি ঘটে। এখন কোন সহানুমানের অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে অপ্রধান পদটি যদি অব্যাপ্য থাকে এবং সিদ্ধান্তে যদি সেই অব্যাপ্য পদটি ব্যাপ্য হয় সেক্ষেত্রে অব্যাপ্য অপ্রধানপদজনিত অনুপপত্তি ঘটবে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।

১. প্রদত্ত যুক্তিঃ

কোন মানুষ নিখুঁত নয়। সব মানুষ প্রাণী। কাজেই কোন প্রাণীই নিখুঁত নয়।

যৌক্তিক রূপঃ	**সংক্ষিপ্ত যৌক্তিক আকারঃ**
E -কোনো মানুষ নয় নিখুঁত। (প্রধান আশ্রয় বাক্য)	E - কোন M নয় S
A - সকল মানুষ হয় প্রাণী। (অপ্রধান আশ্রয় বাক্য)	A - কোনো M হয় P
∴ E - কোনো প্রাণী নয় নিখুঁত।(সিদ্ধান্ত)	∴ E- কোনো S নয় P

বিশ্লেষণঃ

বর্তমান যুক্তিটি অবৈধ সহানুমানের একটি দৃষ্টান্ত। সহানুমানের নিয়ম অনুসারে যে পদ আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য নয় সে পদ সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারেনা। কিন্তু উল্লিখিত যুক্তিটিতে 'প্রাণী' পদটি A বাক্যে বিধেয় বলে অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে অব্যাপ্য। কিন্তু সিদ্ধান্ত যেহেতু সার্বিক বাক্য সেহেতু সিদ্ধান্তের (E বাক্যের) উদ্দেশ্য হিসাবে এ প্রাণী পদটিই ব্যাপ্য হয়েছে। অথচ সহানুমানের নিয়ম অনুসারে কোনো পদ আশ্রয় বাক্যে অব্যাপ্য হলে সে পদ সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারবেনা।

সিদ্ধান্তঃ
যেহেতু বিচার্য যুক্তিটিতে আশ্রয় বাক্যে অপ্রধান পদটি অব্যাপ্য হয়েও সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে সেহেতু এক্ষেত্রে অব্যাপ্য অপ্রধানপদজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

২. প্রদত্ত যুক্তিঃ
কোনো মুসলমান নয় মূর্তি পূজারী। সব মুসলমানই মানুষ। কাজেই কোনো মানুষই নয় মূর্তি পূজারী।

যৌক্তিক রূপঃ	**সংক্ষিপ্ত যৌক্তিক আকারঃ**
E -কোনো মুসলমান নয় মূর্তি পূজারী। (প্রধান আশ্রয় বাক্য)	E - কোন M নয় S
A - সকল মুসলমান হয় মানুষ। (অপ্রধান আশ্রয় বাক্য)	A- সকল M হয় P
∴ E - কোনো মানুষ নয় মূর্তি পূজারী।(সিদ্ধান্ত)	∴ E- কোনো P নয় S

বিশ্লেষণঃ
উল্লিখিত যুক্তিটি অবৈধ সহানুমানের একটি দৃষ্টান্ত। সহানুমানের নিয়ম অনুসারে যে পদ আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য নয় সে পদ সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারেনা। কিন্তু বর্তমান যুক্তিটিতে A বাক্যের বিধেয় হিসাবে আশ্রয় বাক্যে 'মানুষ' পদটি অব্যাপ্য। এ সহানুমানে সিদ্ধান্তটি E বাক্য। তাই সার্বিক বাক্যের উদ্দেশ্য হিসাবে এই 'মানুষ' পদটিই সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে। অথচ সহানুমানের নিয়ম অনুসারে এটা অনুচিৎ।

সিদ্ধান্তঃ
যেহেতু বিচার্য যুক্তিটিতে আশ্রয় বাক্যে অপ্রধান পদটি অব্যাপ্য হয়েও সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে সেহেতু এক্ষেত্রে অব্যাপ্য অপ্রধান পদজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

৩. প্রদত্ত যুক্তিঃ
কোনো কুকুর পাখি নয়। সকল কুকুরই যেহেতু প্রাণী, সেহেতু কোনো প্রাণীই পাখি নয়।

যৌক্তিক রূপঃ	**সংক্ষিপ্ত যৌক্তিক আকারঃ**
E -কোনো কুকুর নয় পাখি। (প্রধান আশ্রয় বাক্য)	E - কোন M নয় S
A - সকল কুকুর হয় প্রাণী। (অপ্রধান আশ্রয় বাক্য)	A - সকল M হয় P
∴ E - কোনো প্রাণী নয় পাখি।(সিদ্ধান্ত)	∴ E- কোনো P নয় S

বিশ্লেষণঃ
উল্লিখিত যুক্তিটি অবৈধ সহানুমানের একটি দৃষ্টান্ত। সহানমানের নিয়ম অনুসারে যে পদ আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য নয়। সে পদ সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারেনা। কিন্তু বর্তমান যুক্তিটিতে A বাক্যের বিধেয় হিসাবে আশ্রয় বাক্যে 'প্রাণী' পদটি অব্যাপ্য। এ সহানুমানে সিদ্ধান্তটি E বাক্য। তাই সার্বিক বাক্যের উদ্দেশ্য হিসাবে এই 'প্রাণী' পদটিই সিদ্ধান্তে ব্যাপ্ত হয়েছে। অথচ সহানুমানের নিয়ম অনুসারে এটা অনুচিৎ।

সিদ্ধান্তঃ
যেহেতু বিচার্য যুক্তিটিতে আশ্রয় বাক্যে অপ্রধান পদটি হয়েও সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে সেহেতু এক্ষেত্রে অব্যাপ্য অপ্রধানপদজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

৪. প্রদত্ত যুক্তিঃ
কোনো মানুষ চতুষ্পদ নয়। সকল মানুষই জীব। অতএব কোন জীব চতুষ্পদ নয়।

যৌক্তিক রূপঃ	**সংক্ষিপ্ত যৌক্তিক আকারঃ**
E -কোনো মানুষ নয় চতুষ্পদ। (প্রধান আশ্রয় বাক্য)	E - কোন M নয় S
A- সব মানুষ হয় জীব। (অপ্রধান আশ্রয় বাক্য)	A - সব M হয় P
∴ E - কোনো জীব নয় চতুষ্পদ।(সিদ্ধান্ত)	∴ E- কোনো P নয় S

বিশ্লেষণঃ

উল্লিখিত যুক্তিটি অবৈধ সহানুমানের একটি দৃষ্টান্ত। সহানুমানে নিয়ম অনুসারে যে পদ আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য নয় সে পদ সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারেনা। কিন্তু বর্তমান যুক্তিটিতে A বাক্যের বিধেয় হিসাবে 'জীব' পদটি অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য। এ সহানুমানে সিদ্ধান্ত E বাক্য। এটি একটি সার্বিক বাক্য। তাই সার্বিক বাক্যে উদ্দেশ্য হিসাবে এই জীব পদটিই সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে। অথচ সহানুমানের নিয়ম অনুসারে এটা অনুচিৎ।

সিদ্ধান্তঃ

যেহেতু যুক্তিটিতে আশ্রয় বাক্যে অপ্রধান পদটি হয়েও সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে সেহেতু এ ক্ষেত্রে অব্যাপ্য অপ্রধানপদজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

৫. প্রদত্ত যুক্তিঃ

কোন কাক সাদা নয়। সকল কাক পাখি। অতএব, কোন পাখি সাদা নয়।

যৌক্তিক রূপঃ	**সংক্ষিপ্ত যৌক্তিক আকারঃ**
E -কোনো কাক নয় সাদা। (প্রধান আশ্রয় বাক্য)	E - কোন M নয় S
A - সকল কাক হয় পাখি। (অপ্রধান আশ্রয় বাক্য)	A - সকল M হয় P
∴ E - কোনো পাখি নয় সাদা ।(সিদ্ধান্ত)	∴ E- কোনো P নয় S

বিশ্লেষণঃ

যেহেতু যুক্তিটিতে অপ্রধান পদটি আশ্রয় বাক্যে অব্যাপ্য থাকা সত্ত্বেও সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে সেহেতু এ ক্ষেত্রে অব্যাপ্য অপ্রধানপদজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৬

সঠিক উত্তরে পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. অব্যাপ্য প্রধানপদজনিত অনুপপত্তি কাকে বলে?
   ক. যে সহানুমানের সিদ্ধান্তে প্রধান পদ অব্যাপ্য থাকে।
   খ. যে সহানুমানের আশ্রয় বাক্যে প্রধান পদ অব্যাপ্য থাকে।
   গ. যে সহানুমানের আশ্রয় বাক্যে প্রধান পদ ব্যাপ্য কিন্তু সিদ্ধান্তে অব্যাপ্য।
   ঘ. যে সহানুমানের আশ্রয় বাক্যে প্রধানপদ অব্যাপ্য কিন্তু সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য।

২. অব্যাপ্য অপ্রধান পদজনিত অনুপপত্তি কাকে বলে?
   ক. যে সহানুমানের সিদ্ধান্তে অপ্রধান পদ অব্যাপ্য থাকে।
   খ. যে সহানুমানের আশ্রয় বাক্যে অপ্রধানপদ অব্যাপ্য কিন্তু সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য।
   গ. যে সহানুমানের আশ্রয় বাক্যে অপ্রধান পদ অব্যাপ্য থাকে।
   ঘ. যে সহানুমানের আশ্রয় বাক্যে অপ্রধান পদ ব্যাপ্য কিন্তু সিদ্ধান্তে অব্যাপ্য।

নিম্ন লিখিত যুক্তিগুলোর বৈধতা বিচার করুন

১. সব মানুষ স্বার্থপর নয়। কাসেম স্বার্থপর। অতএব কাসেম মানুষ নয়।
২. সব মানুষ জীব। গরু মানুষ নয়। কাজেই গরু জীব নয়।
৩. সব শিক্ষিত লোক বুদ্ধিমান। যেহেতু সে শিক্ষিত লোক নয়, যেহেতু সে বুদ্ধিমান নয়।
৪. সব সৎ ব্যক্তিরাই সুখী। তিনি সৎ নন। অতএব তিনি সুখী নন।
৫. সকল মানুষ মরণশীল। কোন ছাগল মানুষ নয়। অতএব কোন ছাগল মরণশীল নয়।
৬. কোন মানুষ চতুষ্পদ নয়। সকল মানুষ প্রাণী। অতএব, কোনো প্রাণীই চতুষ্পদ নয়।
৭. কোন কাক সাদা নয়। সব কাক পাখী। সুতরাং কোন পাখী সাদা নয়।
৮. কোনো কুকুর পাখী নয়। সকল কুকুর প্রাণী। অতএব কোনো প্রাণী পাখী নয়।
৯. কোনো গরু ঘোড়া নয়। সকল ঘোড়া চতুষ্পদ প্রাণী। সুতরাং কোনো চতুষ্পদ প্রাণী গরু নয়।
১০. বিদ্যাসাগর একজন পন্ডিত ব্যক্তি। বিদ্যাসাগর বিবাহিত। অতএব, সকল বিবাহিত লোক পন্ডিত।
১১. সকল অধ্যাপক এম, এ পাস। করিম সাহেব একজন অধ্যাপক। অতএব করিম সাহেব এম.এ পাস।

যৌক্তিক বৈধতা বিচার :

যৌক্তিক রূপ-

১. O- কিছু মানুষ নয় স্বার্থপর।
   A- কাসেম হয় স্বার্থপর।
   ∴ E- কাসেম নয় মানুষ। (অব্যাপ্য প্রধান পদ জনিত অনুপপত্তি)

২. A - কিছু মানুষ হয় জীব।
   E - কোন গরু নয় মানুষ।
   ∴ E- কোন গরু নয় জীব। (অব্যাপ্য প্রধান পদ জনিত অনুপপত্তি)

৩. A - সব শিক্ষিত লোক হয় বুদ্ধিমান।
E - সে নয় শিক্ষিত লোক।
∴ E- সে নয় বুদ্ধিমান। (অব্যাপ্য প্রধান পদ জনিত অনুপপত্তি)

৪. A - সকল সৎ ব্যক্তি হয় সুখী।
E - তিনি নন সৎ ব্যক্তি।
∴ E- তিনি নন সুখী। (অব্যাপ্য প্রধান পদ জনিত অনুপপত্তি)

৫. A - সকল মানুষ হয় মরণশীল।
E - কোনো ছাগল নয় মানুষ।
∴ E- কোনো ছাগল নয় মরণশীল। (অব্যাপ্য প্রধান পদ জনিত অনুপপত্তি)

৬. E- কোনো মানুষ নয় চতুষ্পদ।
A- সকল মানুষ হয় প্রাণী।
∴ E- কোন প্রাণী নয় চতুষ্পদ। (অব্যাপ্য অপ্রধানপদজনিত অনুপপত্তি)

৭. E- কোন কাক নয় সাদা।
A- সকল কাক হয় পাখী।
∴ E- কোন পাখী নয় সাদা। (অব্যাপ্য অপ্রধানপদজনিত অনুপপত্তি)

৮. E- কোন কুকুর নয় পাখী।
A- সকল কুকুর হয় প্রাণী।
∴ E- কোন প্রাণী পাখী নয়। (অব্যাপ্য অপ্রধানপদজনিত অনুপপত্তি)

৯. E- কোনো গরু নয় ঘোড়া।
A- সকল ঘোড়া হয় চতুষ্পদ প্রাণী।
∴ E- কোনো চতুষ্পদ প্রাণী নয় গরু। (অব্যাপ্য অপ্রধানপদজনিত অনুপপত্তি)

১০. A- বিদ্যাসাগর হয় পন্ডিত ব্যক্তি।
A- বিদ্যাসাগর হয় বিবাহিত।
∴ A - সকল বিবাহিত লোক হয় পন্ডিত ব্যক্তি। (অব্যাপ্য অপ্রধানপদজনিত অনুপপত্তি)

১১. A- সকল অধ্যাপক হয় এম.এ. পাস।
A- করিম সাহেব হন অধ্যাপক।
∴ A- করিম সাহেব হন এম.এ. পাস। (বৈধ যুক্তি)

পাঠ ৭

নিরপেক্ষ সহানুমান এবং মিশ্র সহানুমানের অবৈধ ও বৈধ যুক্তি

উদ্দেশ্য: এ পাঠ পড়ে আপনি

- নিরপেক্ষ সহানুমানের বৈধ যুক্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের বৈধ যুক্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- অনুগ স্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- পূর্বগ অস্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১১.৭.১ নিরপেক্ষ সহানুমানের বৈধ যুক্তি:

যে অমিশ্র অনুমানের তিনটি বাক্যই নিরপেক্ষ থাকে তাকে বলা হয় নিরপেক্ষ অনুমান। যেমন-

সকল মানুষ হয় মরণশীল।
প্লেটো হয় মানুষ।
∴ প্লেটো হয় মরণশীল।

উল্লিখিত সহানুমানের তিনটি বাক্যই নিরপেক্ষ বাক্য। কাজেই এটি একটি নিরপেক্ষ সহানুমান। এখানে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, সহানুমান বলতে সাধারণত নিরপেক্ষ সহানুমানকেই বুঝায়। এই অনুমানের ব্যবহারই বেশি এবং অন্যান্য প্রকারের সহানুমানের ব্যবহার খুবই সীমিত। আমরা ইতোপূর্বে সাহানুমানের দশটি নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এ নিয়মগুলো অনুসৃত হলে সহানুমান বৈধ হতে বাধ্য। নীচে নিরপেক্ষ সহানুমানের কয়েকটি বৈধ দৃষ্টান্ত দেয়া হলো:

প্রদত্ত যুক্তি:

সকল ছাত্র মরণশীল। কারণ সকল মানুষ মরণশীল এবং সকল ছাত্র মানুষ।

যৌক্তিক রূপ:	**সংক্ষিপ্ত যৌক্তিক আকার:**
A -সকল মানুষ হয় মরণশীল। (প্রধান আশ্রয় বাক্য)	A - সব M হয় S
A - সকল ছাত্র হয় মানুষ। (অপ্রধান আশ্রয় বাক্য)	A - সব P হয় M
∴ A - সকল ছাত্র হয় মরণশীল। (সিদ্ধান্ত)	∴ A- সব P হয় S

উল্লিখিত যুক্তিটিতে সহানুমানের কোন নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়নি। মধ্যপদ আশ্রয় বাক্য অন্তত একবার ব্যাপ্য হয়েছে। আশ্রয় বাক্যে যে পদ অব্যাপ্য তাকে সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য দেখানো হয়নি। দুটি আশ্রয় বাক্য সদর্থক। সিদ্ধান্তও সদর্থক হয়েছে। একটি আশ্রয় বাক্যও নঞর্থক ছিলনা। কাজেই সিদ্ধান্তও নঞর্থক হয়নি। অতএব এটা প্রমানিত হলো যে, উল্লিখিত যুক্তিটি একটি বৈধ যুক্তি।

২. প্রদত্ত যুক্তি:

সকল মানুষ প্রাণী। কিন্তু যেহেতু কোনো প্রাণী দেবতা নয় যেহেতু কোনো দেবতা মানুষ নয়।

যৌক্তিক রূপ:	**সংক্ষিপ্ত যৌক্তিক আকার:**
A -সকল মানুষ হয় প্রাণী। (প্রধান আশ্রয় বাক্য)	A - সকল S হয় M
E - কোন প্রাণী নয় দেবতা। (অপ্রধান আশ্রয় বাক্য)	E - কোন M নয় P
∴ E - কোনো দেবতা নয় মানুষ। (সিদ্ধান্ত)	∴ E - কোন P নয় S

এ যুক্তিটি সহানুমানের একটি বৈধ যুক্তি। সহানুমানের নিয়ম অনুসারে দুটি আশ্রয় বাক্যের একটি নঞর্থক হলে সিদ্ধান্তে নঞর্থক হবে। এ যুক্তিটিতে সে নিয়ম অনুসৃত হয়েছে। যে পদ আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য নয় সে পদকে সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য দেখানো হয়নি। অতএব এটা প্রমাণিত যে, উল্লিখিত যুক্তিটি সহানুমানের একটি বৈধ দৃষ্টান্ত।

৩. প্রদত্ত যুক্তিঃ

ক. কিছু প্রাণী মরণশীল। কারণ সকল শিক্ষক মরণশীল এবং কিছু প্রাণী শিক্ষক।

যৌক্তিক রূপঃ	**সংক্ষিপ্ত যৌক্তিক আকারঃ**
A -সকল শিক্ষক হয় মরণশীল। (প্রধান আশ্রয় বাক্য)	A - সব M হয় S
I - কিছু প্রাণী হয় শিক্ষক। (অপ্রধান আশ্রয় বাক্য)	I - কিছু P হয় M
∴ I - কিছু প্রাণী হয় মরণশীল। (সিদ্ধান্ত)	∴ I - কিছু P হয় S

খ. সকল কাক কালো। কিন্তু কিছু পাখী কালো নয়। তাই কিছু পাখি কাক নয়।

যৌক্তিক রূপঃ	**সংক্ষিপ্ত যৌক্তিক আকারঃ**
A -সকল কাক হয় কালো। (প্রধান আশ্রয় বাক্য)	A- সব S হয় M
A - কতক পাখি নয় কালো। (অপ্রধান আশ্রয় বাক্য)	O- কিছু P নয় M
∴ E - কতক পাখি নয় কাক। (সিদ্ধান্ত)	∴ O কিছু P নয় S

গ. প্রদত্ত যুক্তি:

কোনো কবিই বোকা নয়। কিছু কবি শিক্ষিত। অতএব, কিছু শিক্ষিত লোক বোকা নয়।

যৌক্তিক রূপঃ	**সংক্ষিপ্ত যৌক্তিক আকারঃ**
E -কোনো কবি নয় বোকা। (প্রধান আশ্রয় বাক্য)	E - কোনো M নয় S
I - কিছু কবি হয় শিক্ষিত। (অপ্রধান আশ্রয় বাক্য)	I- কিছু M হয় P
∴ O - কিছু শিক্ষিত নয় বোকা। (সিদ্ধান্ত)	∴ O- কিছু P নয় S

উপরের তিনটি যুক্তিই বৈধ। সহানুমানের নিয়ম অনুসারে একটি আশ্রয়বাক্য বিশেষ বাক্য হলে সিদ্ধান্ত বিশেষ বাক্য হবে। উপরের তিনটি যুক্তিতে এ নিয়ম অনুসৃত হয়েছে। সহানুমানের আর একটি নিয়ম অনুসারে আশ্রয় বাক্যের একটি নঞর্থক হলে সিদ্ধান্ত নঞর্থক হবে। উপরে বর্ণিত খ. ও গ. যুক্তিদুটিতে এ নিয়ম অনুসৃত হয়েছে। এ ছাড়াও, যে সব পদ আশ্রয় বাক্যে অব্যাপ্য সে সব পদ সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়নি। অতএব এটা প্রমানিত যে, উপরে বর্ণিত যুক্তিগুলো সহানুমানের বৈধ যুক্তি।

১১.৭.২ প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানমুানের বৈধ যুক্তিঃ

আমরা জানি, যে সহানুমানের বাক্য সমূহ বিভিন্ন ভাবে সম্পর্কযুক্ত তাকে মিশ্র সহানুমান বলে। আবার যে মিশ্র সহানুমানের প্রধান আশ্রয়বাক্য প্রাকল্পিক বাক্য, অপ্রধান আশ্রয় বাক্য ও সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ বাক্য তাকে প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান বলে। প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের বৈধ যুক্তি সম্পর্কে কিছু বলার আগে এর দুটি নিয়মের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ নিয়ম দুটি হলোঃ

১. প্রধান আশ্রয় বাক্যের পূর্বগকে স্বীকার করে অনুগকে স্বীকার করা যায়। কিন্তু বিপরীতক্রমে নয়।

২. প্রধান আশ্রয়বাক্যের অনুগকে অস্বীকার করে পূর্বগকে স্বীকার করা যায়।

প্রথম নিয়ম অনুসারে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলো বৈধঃ

১. যদি বৃষ্টি হয় তাহলে মাটি ভিজে।	(প্রাকল্পিক প্রধান আশ্রয় বাক্য)
বৃষ্টি হয়েছে।	(নিরপেক্ষ অপ্রধান আশ্রয় বাক্য এবং পূর্বগকে স্বীকার)
∴ মাটি ভিজেছে।	(নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত এবং অনুগকে স্বীকার)

প্রতীকী রূপ ঃ

$p \supset q$
p
$\therefore q$

উল্লিখিত উদাহরণ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এর প্রধান আশ্রয় বাক্যের পূর্বগ 'বৃষ্টি হওয়া'। আর এর অনুগহলো 'মাটি ভেজা'। এ যুক্তিটির ক্ষেত্রে অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে পূর্বগকে স্বীকার করে অনুগকে স্বীকার করা হয়েছে। তাই প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের প্রথম নিয়ম অনুসারে যুক্তিটি বৈধ।

২. যদি সে হয় সৎ তবে সে হয় বিশ্বস্ত। (প্রাকল্পিক প্রধান আশ্রয় বাক্য)
সে হয় সৎ। (নিরপেক্ষ অপ্রধান আশ্রয় বাক্য এবং পূর্বগকে স্বীকার)
∴ সে হয় বিশ্বস্ত। (নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত এবং অনুগকে স্বীকার)

প্রতীকী রূপঃ

$p \supset q$
p
$\therefore q$

উল্লিখিত উদাহরণ লক্ষ্য করলে দেখা যায় এর প্রধান আশ্রয় বাক্যের পূর্বগ হলো 'সৎ হওয়া এবং অনুগ হলো ''বিশ্বস্ত হওয়া"। সে অনুসারে উল্লিখিত যুক্তির ক্ষেত্রে অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে পূর্বগকে স্বীকার করে সিদ্ধান্তে অনুগকে স্বীকার করা হয়েছে। ফলে প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের প্রথম নিয়ম অনুসারে যুক্তিটি বৈধ।

৩. যদি জল পড়ে তবে পাতা নড়ে। (প্রাকল্পিক প্রধান আশ্রয় বাক্য)
জল পড়েছে। (নিরপেক্ষ অপ্রধান আশ্রয় বাক্য এবং পূর্বগ স্বীকার)
∴ পাতা নড়ে। (নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত এবং অনুগকে স্বীকার)

প্রতীকী রূপঃ

$p \supset q$
p
$\therefore q$

উল্লিখিত উদাহরণ লক্ষ্য করলে দেখা যায় এর প্রধান আশ্রয় বাক্যের পূর্ব হলো 'জল পড়া' এবং অনুগ হলো 'পাতা নড়া'। সে অনুসারে উল্লিখিত যুক্তির ক্ষেত্রে অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে পূর্বগকে স্বীকার করে সিদ্ধান্তে অনুগকে স্বীকার করা হয়েছে। ফলে প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের নিয়ম অনুসারে যুক্তিটি বৈধ।

দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে নিম্ন লিখিত যুক্তিগুলো বৈধঃ

১. যদি বন্যা হয় তাহলে ফসল নষ্ট হয়। (প্রাকল্পিক প্রধান আশ্রয় বাক্য)
ফসল নষ্ট হয়নি। (নিরপেক্ষ অপ্রধান আশ্রয় বাক্য এবং অনুগ অস্বীকার)
∴ বন্যা হয়নি। (নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত এবং পূর্বগ অস্বীকার)

প্রতীকী রূপঃ

$p \supset q$
$\sim q$
$\therefore \sim p$

উল্লিখিত যুক্তির প্রধান আশ্রয় বাক্যের পূর্বগ হলো 'বন্যা হওয়া' এবং অনুগ হলো 'ফসল নষ্ট হওয়া'। অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে অনুগকে অস্বীকার করে সিদ্ধান্তে পূর্বগকে অস্বীকার করা হয়েছে। তাই দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে উল্লিখিত যুক্তিটি বৈধ।

২. যদি বৃষ্টি হয় তবে মাঠ ভিজা থাকে। (প্রাকল্পিক প্রধান আশ্রয় বাক্য)

মাঠ ভিজা নয়। (নিরপেক্ষ অপ্রধান আশ্রয় বাক্য এবং অনুগ অস্বীকার)

∴ বৃষ্টি হয়নি। (নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত এবং পূর্বগ অস্বীকার)

প্রতীকী রূপ:

$p \supset q$

$\sim q$

$\therefore \sim p$

উল্লিখিত যুক্তির প্রধান আশ্রয় বাক্যের পূর্বগ হলো বৃষ্টি হওয়া এবং অনুগ হলো 'মাটি ভিজা' অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে অনুগকে অস্বীকার করে সিদ্ধান্তে পূর্বগকে অস্বীকার করা হয়েছে। তাই দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে উল্লিখিত যুক্তিটি বৈধ।

৩. যদি কলেজ বন্ধ থাকে তবে রফিক বাড়ী আসে।(প্রাকল্পিক প্রধান আশ্রয় বাক্য)

রফিক বাড়ী আসেনি। (নিরপেক্ষ প্রধান আশ্রয় বাক্য এবং অনুগ অস্বীকার)

∴ কলেজ বন্ধ হয়নি। (নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত এবং পূর্বগ অস্বীকার)

প্রতীকী রূপ ঃ

$p \supset q$

$\sim q$

$\therefore \sim p$

উল্লিখিত যুক্তির প্রধান আশ্রয় বাক্যের পূর্বগ হলো 'কলেজ বন্ধ হওয়া' এবং অনুগ হলো 'রফিকের বাড়ী আসা।' অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে অনুগকে অস্বীকার করে সিদ্ধান্তে পূর্বগকে অস্বীকার করা হয়েছে।

১১.৭.৩ অনুগ স্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি:

প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের প্রথম নিয়ম আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি যে, প্রাকল্পিক প্রধান আশ্রয় বাক্যের পূর্বগকে স্বীকার করে অনুগকে স্বীকার করা যায়। কিন্তু বিপরীতক্রমে নয়। অর্থাৎ অনুগকে স্বীকার করে পূর্বগকে স্বীকার করা যায়না। যদি কোনো প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের ক্ষেত্রে অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে অনুগকে স্বীকার করে পূর্বগকে স্বীকার করা হয় তবে অনুগ স্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি (Fallacy of Affirming Consequent) ঘটে। বিষয়টিকে আরও সহজ করার জন্য কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলোঃ

১. যদি বৃষ্টি হয় তাহলে মাটি ভিজে। (প্রাকল্পিক প্রধান আশ্রয় বাক্য)

মাটি ভিজেছে। (নিরপেক্ষ প্রধান আশ্রয়বাক্য এবং অনুগ স্বীকার)

∴ বৃষ্টি হয়েছে। (সিদ্ধান্ত এবং পূর্বগ স্বীকার)

প্রতীকী রূপ ঃ

$p \supset q$

p

$\therefore q$

প্রাকল্পিক সহানুমানের নিয়ম অনুসারে পূর্বগতে স্বীকার করে অনুগকে স্বীকার করা যায়। কিন্তু এর বিপরীতক্রমে নয়। অর্থাৎ অনুগকে স্বীকার করে পূর্বগকে স্বীকার করা যায় না। উল্লিখিত যুক্তিটিতে প্রধান আশ্রয় বাক্যে পূর্বগ 'বৃষ্টি হওয়া' এবং অনুগ 'মাটি ভেজা'। এক্ষেত্রে অনুগকে স্বীকার করে পূর্বগকে স্বীকার করা হয়েছে। ফলে অনুগ স্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি ঘটেছে। কারণ বৃষ্টি ছাড়াও মাটি ভিজতে পারে।

২. যদি সে পড়ে, তবে সে পাস করবে। (প্রাকল্পিক প্রধান আশ্রয় বাক্য)

সে পাস করবে। (নিরপেক্ষ অপ্রধান আশ্রয় বাক্য এবং অনুগ স্বীকার)

∴ সে পড়ে (নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত এবং পূর্বগ স্বীকার)

প্রতীকী রূপ:

$p \supset q$

p

∴ q

প্রাকল্পিক সহানুমানের নিয়ম অনুসারে পূর্বগকে স্বীকার করে অনুগকে স্বীকার করা যায়। কিন্তু এর বিপরীতক্রমে নয়। অর্থাৎ অনুগকে স্বীকার করে পূর্বগকে স্বীকার করা যায়না। উল্লিখিত যুক্তিটিতে প্রধান আশ্রয় বাক্যে পূর্বগ 'সে পড়ে' এবং অনুগ 'সে পাস করবে' কিন্তু যুক্তিটিতে নিয়ম লঙ্ঘন করে অনুগকে স্বীকার করে পূর্বগকে স্বীকার করা হয়েছে। ফলে এ ক্ষেত্রে অনুগ স্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি ঘটেছে। কারণ পড়াশোনা না করেও অসদুপায় অবলম্বন করে কেউ কেউ পাস করে।

৩. যদি দর্শন পড়ো তবে কল্পনা শক্তি বাড়বে। (প্রাকল্পিক প্রধান আশ্রয় বাক্য)

কল্পনা শক্তি বেড়েছে। (নিরপেক্ষ অপ্রধান আশ্রয় বাক্য এবং অনুগ স্বীকার)

∴ দর্শন পড়েছো। (সিদ্ধান্ত এবং পূর্বগ স্বীকার)

প্রতীকী রূপ:

$p \supset q$

p

∴ q

প্রাকল্পিক সহানুমানের নিয়ম অনুসারে পূর্বগকে স্বীকার করে অনুগকে স্বীকার করা যায়। কিন্তু এর বিপরীতক্রমে নয়। অর্থাৎ অনুগকে স্বীকার করে পূর্বগকে স্বীকার করা যায় না। উল্লিখিত যুক্তিটিতে প্রধান আশ্রয় বাক্যে পূর্বগ 'দর্শন পড়ে' এবং অনুগ 'কল্পনা শক্তি বাড়া'। কিন্তু যুক্তিটিতে নিয়ম লঙ্ঘন করে অনুগকে স্বীকার করে পূর্বগকে স্বীকার করা হয়েছে। ফলে অনুগ স্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি ঘটেছে। কারণ দর্শন পড়া ছাড়াও কল্পনা শক্তি বৃদ্ধি পেতে পারে।

১১.৭.৪ পূর্বগ অস্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি:

প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান সম্পর্কে আলোচনা কালে আমরা দেখেছি যে, এ সহানুমানের নিয়ম অনুসারে অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে পূর্বগকে অস্বীকার করে সিদ্ধান্তে অনুগকে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু কোন অবস্থাতেই আশ্রয় বাক্যে পূর্বগকে অস্বীকার করে অনুগকে অস্বীকার করা যায় না। কোন প্রাকল্পিক সহানুমানে এ নিয়ম যদি লঙ্ঘন করা হয় তবে পূর্বগ অস্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি ঘটবে। এ ধরনের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. প্রদত্ত যুক্তিঃ

যদি সে ঔষধ খায় তবে সুস্থ হবে।	(প্রাকল্পিক প্রাধান আশ্রয় বাক্য)
সে ঔষধ খায়না।	(নিরপেক্ষ অপ্রধান আশ্রয় বাক্য এবং পূর্বগ অস্বীকৃত)
∴ সে সুস্থ হবেনা।	(নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত এবং অনুগ অস্বীকৃত)

প্রতীকী রূপ:

$p \supset q$

$\sim p$

$\sim q$

বিশ্লেষণঃ

আলোচ্য যুক্তির পূর্বগ হলো 'তার ঔষধ খাওয়া' আর অনুগ হলে 'তার সুস্থ হওয়া'। অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হলো-'সে ঔষধ খায়না'। আর সিদ্ধান্ত হলো-'সে সুস্থ হবেনা' ।এর অর্থ দাড়ালো, অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে পূর্বগকে অস্বীকার করে, সিদ্ধান্তে অনুগকে অস্বীকার করা হয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট নিয়ম অনুসারে পূর্বগ অস্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি ঘটেছে। কারণ ঔষধ না খেলেও মানুষ সুস্থ হয়।

সিদ্ধান্তঃ

আলোচ্য যুক্তিটিতে পূর্বগ অস্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তির কারণে অবৈধ হয়েছে।

২. প্রদত্ত যুক্তি:

যদি সূর্য উঠে তবে আলো থাকবে।	(প্রাকল্পিক প্রধান আশ্রয়বাক্য)
সূর্য উঠেনি	(নিরপেক্ষ অপ্রধান আশ্রয়বাক্য এবং পূর্বগ অস্বীকৃত)
∴ আলো নেই।	(নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত এবং অনুগ অস্বীকৃত)

প্রতীকী রূপ:

$p \supset q$

$\sim p$

$\therefore \sim q$

বিশে- ষণঃ

আলোচ্য যুক্তির পূর্বগ হলো 'সূর্য উঠা' এবং অনুগ হলো 'আলো থাকা'। অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হলো 'সূর্য উঠেনি' এবং সিদ্ধান্ত হলো 'আলো নেই'। এর অর্থ দাঁড়ালো, অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে পূর্বগকে অস্বীকার করে সিদ্ধান্তে অনুগকে অস্বীকার করা হয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘনের করনে পূর্বগ অস্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি ঘটেছে। উল্লেখ্য সূর্য না উঠলেও আলো থাকতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ

আলোচ্য যুক্তিটিতে পূর্বগ অস্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তির কারণে অবৈধ হয়েছে।

৩. প্রদত্ত যুক্তিঃ

যদি বৃষ্টি হয় তবে মাটি ভিজবে।	(প্রাকল্পিক প্রধান আশ্রয়বাক্য)
বৃষ্টি হয়না।	(নিরপেক্ষ অপ্রধান আশ্রয় বাক্য এবং পূর্বগ অস্বীকৃত)
∴ মাটি ভিজবেনা।	(নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত এবং অনুগ অস্বীকৃত)

প্রতীকী রূপঃ

$p \supset q$
$\sim p$
$\therefore \sim q$

আলোচ্য যুক্তিটির পূর্বগ হলে 'বৃষ্টি হওয়া' এবং অনুগ হলো 'মাটি ভেজা' অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হলো 'বৃষ্টি হয়না এবং সিদ্ধান্ত হলো 'মাটি ভিজবেনা' এর অর্থ এই দাঁড়ালো, অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে পূর্বগকে অস্বীকার করে সিদ্ধান্তে অনুগকে অস্বীকার করা হয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘনের কারণে পূর্বগ অস্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি ঘটেছে। উল্লেখ্য, বৃষ্টি না হলেও মাটি ভিজতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ
আলোচ্য যুক্তি পূর্বগ অস্বীকৃতিমূলক কারণে অবৈধ হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিরপেক্ষ সহানুমান বলতে বুঝায়
   ক. যে অমিশ্র সহানুমানের তিনটি বাক্যই নিরপেক্ষ বাক্য।
   খ. যে সহানুমানের তিনটি বাক্যই A বাক্য।
   গ. যে সহানুমানের সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ বাক্য।
   ঘ. যে সহানুমানের প্রধান আশ্রয় বাক্য নিরপেক্ষ বাক্য।

২. প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান বলতে বুঝায়-
   ক. যে সহানুমানের প্রধান আশ্রয় বাক্য প্রাকল্পিক কিন্তু সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ বাক্য।
   খ. যে সহানুমানের অপ্রধান আশ্রয় বাক্য প্রাকল্পিক কিন্তু সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ বাক্য।
   গ. যে সহানুমানের প্রধান ও অপ্রধান আশ্রয়বাক্য প্রাকল্পিক কিন্তু সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ।
   ঘ. যে সহানুমানের প্রধান আশ্রয় বাক্য প্রাকল্পিক কিন্তু অপ্রধান আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ বাক্য।

৩. অনুগস্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি কখন ঘটে?
   ক. যখন প্রাকল্পিক অনুমানে পূর্বগকে অস্বীকার করে অনুগকে স্বীকার করা হয়।
   খ. যখন প্রাকল্পিক অনুমানে পূর্বগকে স্বীকার করে অনুগকে স্বীকার করা হয়।
   গ. যখন প্রাকল্পিক অনুমানে অনুগকে স্বীকার করে পূর্বগকে স্বীকার করা হয়।
   ঘ. যখন প্রাকল্পিক অনুমানে অনুগকে স্বীকার করে পূর্বগকে অস্বীকার করা হয়।

৪. পূর্বগ অস্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি কখন ঘটে?
   ক. কখন প্রাকল্পিক অনুমানে আশ্রয়বাক্যে পূর্বগকে অস্বীকার এবং অনুগকে স্বীকার করা হয়।
   খ. যখন প্রাকল্পিক অনুমানে আশ্রয়বাক্যে পূর্বগকে অস্বীকার করে অনুগকে অস্বীকার করা হয়।
   গ. যখন প্রাকল্পিক অনুমানে পূর্বগকে স্বীকার করে অনুগকে স্বীকার করা হয়।
   ঘ. যখন প্রাকল্পিক অনুমানে পূর্বগকে স্বীকার করে অনুগকে অস্বীকার করা হয়।

নিম্নলিখিত যুক্তিগুলোর বৈধতা বিচার করুন:

১. যদি সে চোর হয় তবে সে শাস্তি পাবার যোগ্য।
সে চোর নয়।
সুতরাং সে শাস্তি পাবার যোগ্য।
২. যদি বেশী খায় তবে অসুস্থ হয়।
কাসেম অসুস্থ হয়েছে।
∴ কাশেম বেশী খেয়েছে।
৩. যদি ধোয়া থাকে তবে আগুণ থাকে
ধোঁয়া নাই।
∴ আগুণ নাই।
৪. যদি প্রতিদিন সিনেমা দেখে তাহলে পরীক্ষার্থী ফেল করবে।
পরীক্ষার্থী ফেল করেছে।
∴ সে প্রতিদিন সিনেমা দেখেছে।
৫. যদি বেশী টক খাও তবে অসুস্থ হবে।
তুমি অসুস্থ হয়েছো।
∴ তবে বেশী টক খেয়েছো।
৬. যদি সচীন খেলে তবে ভারত জিতবে।
সচীন খেলবেনা।
∴ ভারত জিতবেনা।
৭. যদি সূর্য উঠে তবে অন্ধকার দূর হবে।
সূর্য উঠেনি।
∴ অন্ধকার দূর হয়নি।
৮. যদি সে কবি হয় তবে সে ভাববাদী।
সে কবি নয়।
∴ সে ভাববাদী নয়।
৯. যদি সে অসুস্থ হয় তবে সে অভিযোগ করে।
সে অসুস্থ নয়।
∴ সে অভিযোগ করেনা।
১০. যখন বিড়াল না থাকে তখন ইঁদুরেরা খেলা করে
ইঁদুরেরা খেলা করে
∴ বিড়াল নেই।

যুক্তির বৈধতা বিচার
১. পূর্বগ অস্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি
২. অনুগ স্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি
৩. পূর্বগ অস্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি
৪. অনুগস্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি
৫. অনুগ স্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি
৬. পূর্বগ অস্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি

৭. পূর্বগ অস্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি
৮. পূর্বগ অস্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি
৯. পূর্বগ অস্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি
১০. অনুগ স্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অনুপপত্তি বলতে কী বোঝায়? ১১.১.১
২. যুক্তির বৈধতা বিচার করার নিয়মগুলো কী কী? ১১.২.২
৩. A বাক্যের সরল আবর্তন সাধারণত কেন হয় না? ১৩.৩.২
৪. কোন কোন ক্ষেত্রে A বাক্যের সরল আবর্তন শুদ্ধ এবং কেন? ১১.৩.২ এর কিছু অংশ
৫. ক. O বাক্যের সরল আবর্তন সম্ভব নয় কেন? ১১.৪.২
   খ. O বাক্যের নিষেধক আবর্তন সম্ভব নয় কেন? ১১.৪.৩
৬. প্রমাণ করুন-
   O বাক্যের আবর্তন করলে অনুপপত্তি ঘটে। ১১.৪.৩
৭. চতুষ্পদী অনুপপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করুন। ১১.৫.১
৮. অব্যাপ্য প্রধানপদ জনিত অনুপপত্তি কিভাবে ঘটে? ১১.৫.২
৯. কি কারণে অব্যাপ্য প্রধানপদজনিত অনুপপত্তি ঘটে? ১১.৬.১
১০. কি কারণে অব্যাপ্য অপ্রধানপদজনিত অনুপপত্তি ঘটে? ১১.৬.২
১১. অব্যাপ্য প্রধানপদজনিত অনুপপত্তি এবং অব্যাপ্য অপ্রধানপদজনিত অনুপপত্তির পার্থক্য নিরূপণ করুন। ১১.৬.১ এবং ১১.৬.২

১২. অনুগ স্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তির উদ্ভব কেন হয়? ১১.৭.৩
১৩. পূর্বগ স্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তির উদ্ভব কেন হয়? ১১.৭.৪

উত্তরমালা:

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১ ১. ঘ ২. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ২ ১. গ ২. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৩ ১. গ ২. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৪ ১. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৫ ১. খ ২. ঘ
পাঠোত্তর মুল্যায়ন: ৬ ১. ঘ ২. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৭ ১. ক ২. ঘ